# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ

**বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)**
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

**প্রকাশকাল**

**মার্চ, ২০২৩**

**প্রধান উপদেষ্টা**

জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

**উপদেষ্টা**

**জনাব এ এস এম জাকির হোসেন (যুগ্মসচিব)**
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ।
জনাব এস. এম. মাসুদুর রহমান (যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ।
**জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (যুগ্মসচিব)**
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ।

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব, এনটিআরসিএ | - আহ্বায়ক |
| কাজী কামরুল আহছান, পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) | - সদস্য |
| প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) | - সদস্য |
| জনাব ফিরোজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১) | - সদস্য |
| জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা) | - সদস্য |
| জনাব শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | - সদস্য সচিব। |

**সহযোগিতায়**

জনাব মোঃ নূর আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, এনটিআরসিএ।
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রকাশনা সহকারী, এনটিআরসিএ।
জনাব মো: মাহবুব আলম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটর মুদ্রাক্ষরিক, এনটিআরসিএ।
কাঠামো ও অলংকরণ নির্দেশনা-
**জনাব তাহসিনুর রহমান, পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ।**

**প্রচ্ছদ**

জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর, সহকারী প্রোগ্রামার, এনটিআরসিএ।
জনাব মো: জহির আব্বাস, সহকারী প্রোগ্রামার, এনটিআরসিএ।

**প্রকাশনায়**

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**মন্ত্রী**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার মূলক একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং দেশের জনগণের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদেশে মাধ্যমিক ও তদুর্ধ পর্যায়ে শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়া করে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের শতকরা নব্বই ভাগই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হওয়ায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত না করা গেলে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও সার্বিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে প্রবেশ পর্যায়ে মানসম্মত যোগ্য এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের মাধ্যমে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের অভাব পূরণ করছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরক্ষরমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানসম্মত শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১" ঘোষণা করেছেন। গত দুই দশকে শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এসডিজি-৪ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়ন এবং সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষার জন্য মেধাসম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন। এনটিআরসিএ-র আইনে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা আছে। এসডিজি-৪ অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এসডিজিতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতির জন্য এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

শিক্ষা যে কোন জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, মানব সম্পদ উন্নয়নে একটি বড় বিনিয়োগ। শিক্ষা একটি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ভবিষৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী শিক্ষায় পারংগম শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ তাঁর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে নিরলসভাবে কাজ করছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০২২ সালের কার্যক্রমসমূহ সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার জন্য এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-র কার্যক্রমসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।। এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**(ডা. দীপু মনি, এম.পি.)**

**উপমন্ত্রী**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মাহেন্দ্রক্ষণে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজ গঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সর্বমহলের ভিত্তিতে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে মানসম্মত মেধাবী শিক্ষক নিয়োগকে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াসে ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) গঠিত হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক বাছাই ও সুপারিশের কাজ এখন অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশে এ প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব অন্যতম একটি বিষয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতে হলে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য। এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ ডিজিটাল, স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক সুপারিশের জন্য সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রমকে তুলে ধরার জন্যই এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র সার্বিক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার সাথে জড়িত সবাইকে এ মহৎ কাজের জন্য সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

**(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.)**

**সিনিয়র সচিব**
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে বদ্ধপরিকর।

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্খার রূপায়ন ও ভবিষ্যত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। মানসম্মত শিক্ষার জন্য আধুনিক ও যুযোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অত্যাবশ্যক। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নতুন প্রজন্মকে যুযোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করে এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন শিক্ষা ব্যবস্থাকে নি:সন্দেহে আরো গতিশীল করবে।

২০২২ সালের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ প্রতিবেদন হতে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে যা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বার্ষিক প্রতিবেদন ও প্রণয়ন ও সম্পাদনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

**(মোঃ কামাল হোসেন)**

**সচিব**
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মোহনীয় ও দীপ্তময় নেতৃত্বে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। বাংলাদেশ উত্তরোত্তর যে আধুনিক, কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর শিক্ষাদর্শন ধারণ ও অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও  শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নতুন প্রজন্মকে বৈশ্বিক আবহে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ের জন্য দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দানের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের আইনের অধীনে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এনটিআরসিএ'র প্রধান কাজ ছিল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের জন্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে আসছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ ১৭ টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করেছে।  ২০১৫ সালের পর এনটিআরসিএ এ পর্যন্ত ৮৫৪০১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করেছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অটোমেশন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের কার্যক্রমটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এনটিআরসিএ'র বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এনটিআরসিএ'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**(সোলেমান খান)**

# বাণী

**চেয়ারম্যান** (অতিরিক্ত সচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
(এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার জন্য শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ঠ বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।' এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানসম্মত শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১' ঘোষণা করেছেন।

গত দুই দশকে শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এসডিজি-৪ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়ন এবং সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ। বঙ্গবন্ধু'র সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষার জন্য মেধা সম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫-এ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা আছে। তার আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের একটি পরিপত্রের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকের শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচনপূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত ৮৫,৪০১ জন প্রার্থীকে এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এনটিআরসিএ নিয়মিত শূন্যপদের তালিকা সংগ্রহ করছে এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধাসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১৭টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত SMART বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ-এর এ সকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০২২ সালের কার্যক্রমসমূহ সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার জন্য এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-র কার্যক্রমসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

**(মোঃ এনামুল কাদের খান)**

**সচিব** (উপসচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
(এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

# সম্পাদকীয়

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মানসম্পন্ন শিক্ষার মূল ধারক হল যোগ্য শিক্ষক। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ২০০৫ সাল থেকে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছে।

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আদর্শ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের মূল বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা একটি মানবিক মৌলিক অধিকার এবং ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার শিক্ষার জন্যই সমান সুযোগ থাকা আবশ্যক। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে এবং দেশের শিক্ষা-প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। তিনি দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করছেন। তাঁর মানবিক গুণাবলী বাংলার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক শক্তি।

বর্তমান সরকার ২০১৫ সালে এনটিআরসিএ'কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নির্বাচনের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে। দায়িত্ব প্রাপ্তির পর হতে এ কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ডিজিটাল পদ্ধতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে নিয়োগ সুপারিশ সুনিশ্চিত করেছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব সোলেমান খান এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ কামাল হোসেন এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে চলমান রাখার ক্ষেত্রে সর্বদা পরামর্শ প্রদান করছেন। এ জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর প্রবর্তিত বিধানের ধারাবাহিকতায় প্রতি আর্থিক বছরের শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও সরকারের নিকট হস্তান্তর একটি আইনী বাধ্যবাধকতা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় ২০২২ সালের সম্পাদিত কর্মকান্ডের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং উপদেষ্টাবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সর্বোপরি অন্যান্য সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয়েছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ। পাঠকদের মূদ্রণজণিত ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

**(মোঃ ওবায়দুর রহমান)**

## প্রতিবেদনের কাঠামো

একনজরে এনটিআরসিএ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন

ভিশন ও মিশন

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী

নির্বাহী বোর্ড

নির্বাহী বোর্ড এর বর্তমান সদস্যবৃন্দ

নির্বাহী বোর্ড এর সভা

জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

অনুবিভাগ সমূহ

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটি

স্থির চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড

২০২২ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

বাজেট

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

এনটিআরসিএ সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট

স্থির চিত্রে স্মরণীয় মুহূর্ত

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

উপসংহার

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১ | **এক নজরে এনটিআরসিএ**<br>❖ এনটিআরসিএ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি<br>❖ এনটিআরসিএ অধিক্ষেত্র<br>❖ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের ছবি সম্বলিত তালিকা<br>❖ ভিশন<br>❖ মিশন<br>❖ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি<br>❖ নির্বাহী বোর্ড<br>❖ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড এর বর্তমান সদস্যবৃন্দ<br>❖ নির্বাহী বোর্ডের সভা<br>❖ জনবল<br>❖ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল<br>❖ অনুবিভাগ সমূহ | ১-২১ |
| ০২ | বার্ষিক সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ | ২২ |
| ০৩ | স্থির চিত্রে এনটিআরসিএর গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপস্থাপনা | ২৩-২৬ |
| **০৪** | **২০২২ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী** | |
| | নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম | ২৯ |
| | গণবিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ সুপারিশ | ৩০ |
| | নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ | ৩১ |
| | সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ | ৩২ |
| | নিবন্ধন পরীক্ষার ধাপসমূহ | ৩২ |
| | নিবন্ধন পরীক্ষার ক্রম বিকাশ | ৩৩ |
| | পরীক্ষা পদ্ধতির স্তর | ৩৪-৩৫ |
| | সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলী (স্কুল-২ ও স্কুল পর্যায়) | ৩৬ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| | সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলী (কলেজ পর্যায়) | ৩৭ |
| | সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যক্রম | ৩৮ |
| | জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত | ৩৯ |
| | শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান, সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রদান এবং প্রত্যয়ন পত্র যাচাইয়ের সংখ্যা | ৩৯-৪০ |
| | এনটিআরসিএ-র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম | ৪০ |
| | এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ৪১-৪২ |
| | বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ সংশোধনের খসড়া প্রেরণ | ৪৩ |
| | বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১ প্রণয়ন ও প্রকাশ | ৪৪ |
| | বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন | ৪৫ |
| | মাঠ পর্যায়ে গণশুনানী/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন | ৪৬-৫১ |
| | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৫২-৫৯ |
| | বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রাক নিয়োগ জীবন বৃন্তান্ত যাচাই এর লক্ষ্যে নিরাপত্তা/পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য ভি-রোল ফরম সংগ্রহ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ | ৫৯ |
| | এনটিআরসিএ'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৬০-৬১ |
| | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৩) | ৬৩-৭৫ |
| | এপিএ টিমের স্থিরচিত্র | ৭৬-৭৭ |
| | SMART বাংলাদেশ বিনির্মানে গৃহীত পদক্ষেপ | ৭৭-৭৮ |
| | জনসেবার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম | ৭৯ |
| | তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম | ৮০-৮১ |
| | সুশাসন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ | ৮১-৮২ |
| | কর্মপরিবেশ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৮২-৮৩ |
| | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম | ৮৩ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা | ৮৪-৮৭ |
| | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ৮৮-৯১ |
| | এনটিআরসিএর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা | ৯২-৯৫ |
| | এনটিআরসিএ'র অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা | ৯৬-৯৭ |
| | এনটিআরসিএর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা | ৯৮-৯৯ |
| | বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম | ১০০ |
| | সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজিকরণে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম | ১০১ |
| | ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | ১০২-১০৫ |
| | বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্যদের অবহিতকরণ বিষয়ক সংযুক্তি কার্যক্রম | ১০৬ |
| | বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক | ১০৭ |
| ০৫ | **বাজেট** | |
| | এক নজরে বাজেট | ১১১-১১২ |
| | রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন | ১১৩ |
| | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন | ১১৫-১২০ |
| | জাতীয় শোক দিবস পালন | ১২১-১২৪ |
| | শেখ রাসেল দিবস পালন | ১২৫-১২৯ |
| | এনটিআরসিএ সম্পর্কে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট | ১৩১-১৪৪ |
| | মাসিক সমন্বয় সভার স্থির চিত্র | ১৪৫ |
| | সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদানের স্থির চিত্র | ১৪৬ |
| | কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা | ১৪৭ |
| | উপসংহার | ১৪৭ |

## এনটিআরসিএ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দানের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ৩ ধারা এর আলোকে এ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে এনটিআরসিএ নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ প্রতিষ্ঠানের নাম Non-Government Teachers' Registration & Certification Authority (NTRCA)। এনটিআরসিএ সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্যপদসমূহে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান করে এবং কেবলমাত্র নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রাপ্তদের মধ্য হতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন এবং নিয়োগ সুপারিশের কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়।

আইন অনুযায়ী এটি একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ঢাকাস্থ রমনা থানার ইস্কাটন গার্ডেন রোডের রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের চতুর্থ তলায় অবস্থিত।

## এনটিআরসিএ'র অধিক্ষেত্র

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ৯ ধারা অনুসারে-

- বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;
- দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ;
- সংযুক্ত এবতেদায়ী দাখিল, আলিম, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ এবং
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত হবে।

## বেসরকারি শিক্ষক শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

২০.০৩.২০০৫-৩১.১২.২০০৫ ২৪.০১.২০০৬-১৭.০৩.২০০৭ ২১.০৩.২০০৭-৩০.০৫.২০০৭ ৩১.০৫.২০০৭-৩১.০৫.২০০৯

জনাব মু. আসাহাবুর রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
০১.০৬.২০০৯-০৫.০৮.২০১০

জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী
(অতিরিক্ত সচিব)
০৫.০৮.২০১০-১১.০৭.২০১২

জনাব এ.কে.এম.আবদুল আউয়াল মজুমদার (অতিরিক্ত সচিব)
১১.০৭.২০১২-২৬.০৫.২০১৫

জনাব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ
(যুগ্মসচিব)
২৬.০৫.২০১৫-৩০.০৯.২০১৮

ড. কবীর উদ্দীন আহমেদ
(যুগ্মসচিব)
০১.১০.২০১৮-০৮.১০.২০১৮

জনাব মমতাজ আহমেদ, এনডিসি
(যুগ্মসচিব
০৯.১০.২০১৮-০২.১১.২০১৮

জনাব আশীষ কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)
০৩.১১.২০১৮-১৩.১১.২০১৮

জনাব এ. এম. এম. আজহার
(অতিরিক্ত সচিব)
১৪.১১.২০১৮-১৪.০২.২০২০

জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ
যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)
১৮.০২.২০২০-২৬.০৭.২০২০

ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক
(অতিরিক্ত সচিব) ভারপ্রাপ্ত
২৬.০৭.২০২০-১৭.১২.২০২০

জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ
যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত
১৮.১২.২০২০-২৮.১২.২০২০

জনাব এস এম আশফাক হুসেন (অতিরিক্ত সচিব)
২৯.১২.২০২০-২৪.০৫.২০২১

জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার
অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

জনাব মোঃ আকরাম হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
২৫.০৫.২০২১-৩০.০৫.২০২১

জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার
অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
৩১.০৫.২০২১ - বর্তমান

জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন
(অতিরিক্ত সচিব)

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান
(অতিরিক্ত সচিব)

**ভিশন :**

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিত করণ।

## মিশন :

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদ করণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্যপদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধার ভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্যপদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

## কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী

**১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ অনুযায়ী এনটিআরসিএ এর কার্যাবলী :**

(ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;

(খ) শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;

(গ) জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান;

(ঙ) শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান এবং বিভিন্ন খাতে ফি আদায়;

(চ) শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;

(জ) এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এম.পি.ও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা;

(ঞ) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন এবং

(ট) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের পরিপত্রের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশের প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত পরিপত্র অনুসারে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে উপজেলা

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ করে। শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং সর্ম্পূণ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রার্থীদের পছন্দ এবং মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়।

## নির্বাহী বোর্ড

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর **ধারা ৫ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যাস্ত। উক্ত আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী নিম্নবর্নিত সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী বোর্ড গঠিত:**

| | |
|---|---|
| ১. চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে) | - চেয়ারম্যান |
| ২. সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৩. সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৪. সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৬. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৭. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (পদাধিকারবলে) | - সদস্য |
| ৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়) | - সদস্য |
| ১০. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়) | - সদস্য |
| ১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপ(ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| ১২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |

**নির্বাহী বোর্ডের ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন সদস্য পদাধিকারবলে এবং ৪ জন সদস্য মনোনীত।**

## বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন  কর্তৃপক্ষের  নির্বাহী বোর্ড এর বর্তমান সদস্যবৃন্দ

**জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান**
**চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)**

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক
মাউশি

ড. মোঃ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক কারিগরি
শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব হাবিবুর রহমান
মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব এ এস এম জাকির
হোসেন সদস্য
অর্থ ও প্রশাসন

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন
সদস্য
পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

ড. মোঃ আবদুল হালিম
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক
বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ
গবেষণা ইনস্টিটিউট

জনাব এস এম আবদুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব,
বাস্তবায়ন-৩, অর্থ বিভাগ

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

## নির্বাহী বোর্ডের সভা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ৭ ধারায় নির্বাহী বোর্ড **এর সভা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বিধান রয়েছে:**

১. **এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাহী বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;**

২. **নির্বাহী বোর্ডের সকল সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:**

**তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে নির্বাহী বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।**

৩. **চেয়ারম্যান নির্বাহী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী বোর্ডের কোন সদস্য জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করবেন।**

৪. **নির্বাহী বোর্ডের অন্যান্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে উহার কোরাম হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।**

**২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বর্ষে** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন **কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ডের ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।**

**এনটিআরসিএ-র নির্বাহী বোর্ডের একটি সভার ছবি**

## জনবল :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৬৫টি পদ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত প্রেষণে নিয়োগযোগ্য ০৪টি পদসহ (চেয়ারম্যান, ০৩ জন সদস্য) এনটিআরসিএ তে বর্তমানে ৬৯টি পদ রয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ

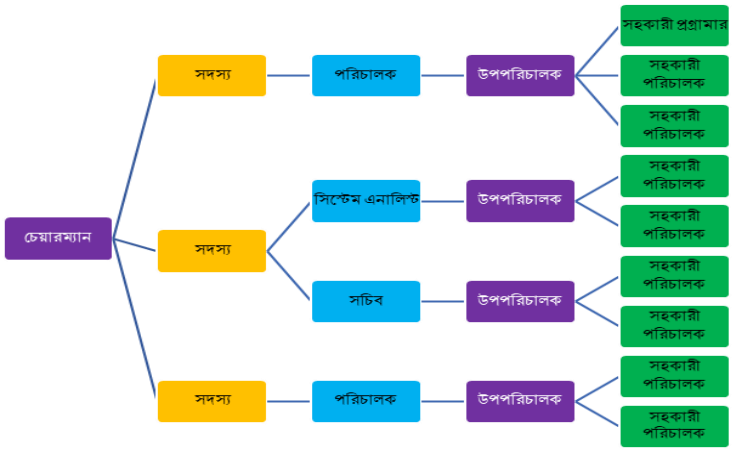


প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে তার অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করছে। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ শিরোনামে তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। প্রতিটি অনুবিভাগ একজন সদস্য, একজন পরিচালক/সচিব, দুই বা ততোধিক উপপরিচালক এবং একাধিক সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং পরিচালকের পদগুলোতে প্রেষণে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার সদস্য এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের অধিকাংশ পদে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) পদটিতে প্রেষণে অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের একজন কর্মকর্তা কাজ করে থাকেন। ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী জনবলের অন্তর্ভুক্ত।

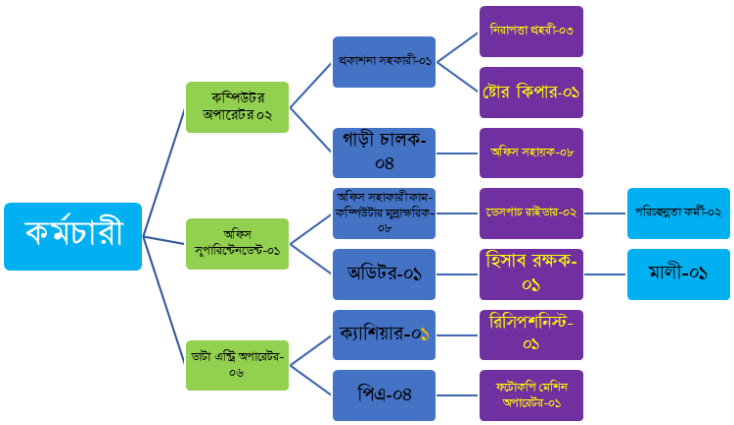

স্থায়ী জনবলের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি, স্থায়ীকরণ, শৃঙ্খলা ও আচরণ, অবসর গ্রহণ, চাকুরি অবসান ও অব্যাহতি ইত্যাদি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

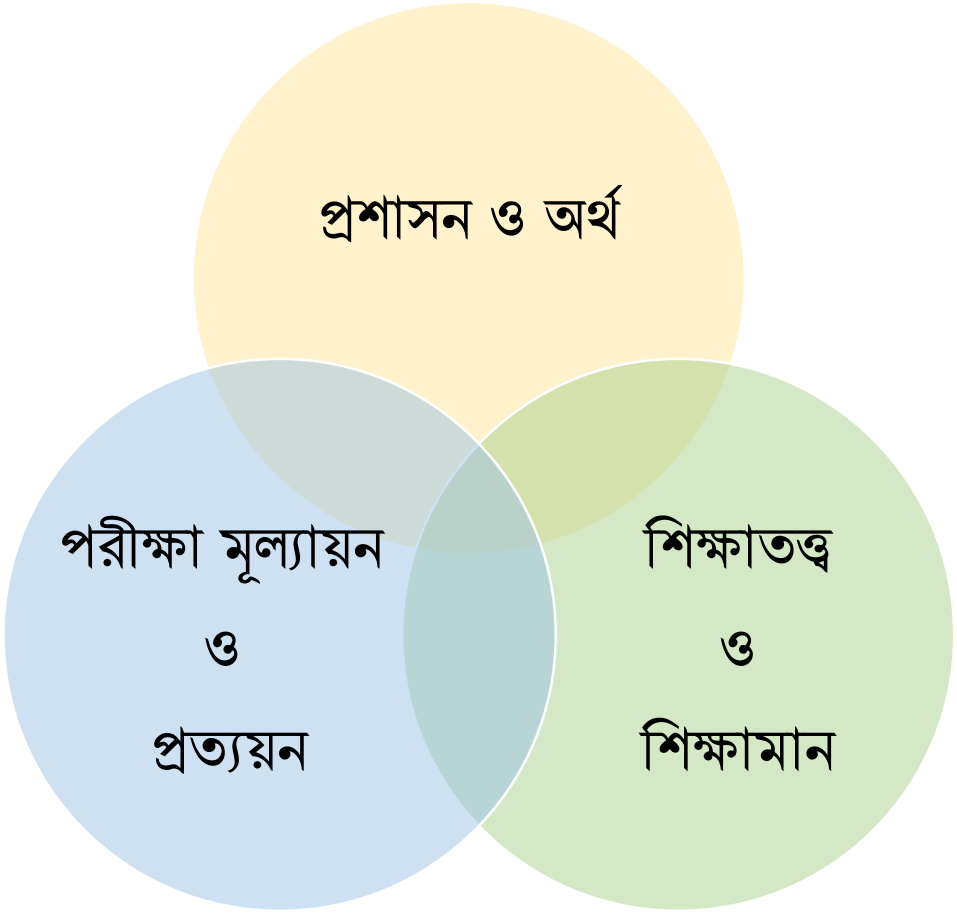

## প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল

| পদের নাম | পদের বিবরণ | বর্তমান জনবল |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব পদপর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা/ বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক (প্রেষণে) | অতিরিক্ত সচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে |
| সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) | সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে) | যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে |
| সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) | সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে) | যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে |
| সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) | সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে) | শূন্য |
| সচিব | সরাসরি নিয়োগ/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে) | উপসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে |
| পরিচালক | পদোন্নতির মাধ্যমে/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে) | উপসচিব ০২ (দুই) জন প্রেষণে |
| সিস্টেম এনালিস্ট | ০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ) | শূন্য |
| উপপরিচালক | সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা ০২ (দুই) জন (প্রেষণে), সহকারী পরিচালক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ (দুই) জন | ০২ (দুই) জন অধ্যাপক, ০২ (দুই) জন সহযোগী অধ্যাপকসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে |
| সহকারী পরিচালক | ০৮ (আট) জন (সরাসরি নিয়োগ) | ০১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক, ০২ (দুই) জন সহকারী অধ্যাপক এবং অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের ০১ (এক) জন কর্মকর্তাসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা কর্মরত। |
| সহকারী প্রোগ্রামার | ০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ) | শূন্য |
| পি.এ | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন | ০৪ (চার) জন |
| কম্পিউটার অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ ০২ (তিন) জন | ০২ (দুই) জন |

| পদের নাম | পদের বিবরণ | বর্তমান জনবল |
|---|---|---|
| ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ ০৬ (ছয়) জন | ০৫ (পাঁচ) জন |
| হিসাবরক্ষক | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| অডিটর | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| ক্যাশিয়ার | সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| অফিস সহাকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন | ০৮ (আট) জন |
| স্টোর কিপার | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| প্রকাশনা সহকারী | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| ফটোকপি মেশিন অপারেটর | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| রিসিপশনিস্ট | সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| ড্রাইভার | সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন | ০৪ (চার) জন |
| ডেসপাচ রাইডার | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন | ০২ (দুই) জন |
| অফিস সহায়ক | সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন | ০৬ (ছয়) জন |
| নিরাপত্তা প্রহরী | আউটসোর্সিং জনবল ০৩ (তিন) জন | ০৩ (তিন) জন |
| মালী | আউটসোর্সিং জনবল ০১ (এক) জন | ০১ (এক) জন |
| পরিচ্ছন্নতা কর্মী | আউটসোর্সিং জনবল ০২ (দুই) জন | ০২ (দুই) জন |
| **মোট জনবল** | **৬৯ (ঊনসত্তর) জন** | নিয়োজিত জনবল ৬১ (একষট্টি) জন (এছাড়াও ০১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক উপপরিচালক পর্যায়ে, ০১ (এক) জন সহকারী অধ্যাপক এবং ০১ (এক) জন প্রভাষক সহকারী পরিচালক পর্যায়ে সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা সংযুক্ত রয়েছেন। গাড়িচালক হিসেবে ০৩ (তিন) জন এবং অফিস সহায়ক হিসেবে ০১ (এক) জন দৈনিক হাজিরাভিত্তিক জনবল হিসেবে কর্মরত আছেন)। |

# প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

এনটিআরসিএ এর প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের
(প্রশাসন, সমন্বয়, ক্রয় ও সেবা এবং আইন সেলের) কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

মোঃ এনামুল কবীর, সহকারী প্রোগামার, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, উপপরিচালক, প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, মোঃ জহির আব্বাস, সহকারী প্রোগামার এবং লুৎফর রহমান, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

কার্তিক চন্দ্র দাস অফিস সহায়ক, সুকলান দে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মো: আবু বক্কর সিদ্দিক, রিসিপসনিস্ট, মোঃ নূর আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মোছা: নাসিমা খাতুন, অফিস সহায়ক, মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রকাশনা সহকারী, মোঃ মাহবুব আলম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, মোঃ রজব আলী,পিএ, মো: মহিবুল্লাহ, অফিস সহায়ক, মোঃ আলমগীর হোসেন,ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সুব্রত চৌধুরী, অফিস সহায়ক, শ্যামল চন্দ্র বোস, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিএ এবং মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান, ডেচপাচ রাইডার।

# হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), আলাউদ্দিন আহাম্মেদ,সহকারী পরিচালক,হিসাব নিরীক্ষা।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোছাঃ নাসিমা খাতুন অফিস সহায়ক, মোছাঃ খাদিজা খাতুন ক্যাশিয়ার, মোঃ জাকির হোসেন অডিটর, মোঃ আল আমিন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মোঃ শহিদুল আলম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর।

# যানবাহন শাখা

যানবাহন শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ জাকির হোসেন , সহকারী পরিচালক।

**পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)**

মোঃ ছানারুল ইসলাম গাড়ী চালক, মোঃ সিরাজুল হক পাটোয়ারী গাড়ী চালক, মোঃ জিয়াউর রহমান গাড়ী চালক, মোঃ মোশারফ হোসেন লুমন গাড়ী চালক, মোঃ কবির হোসেন গাড়ী চালক, মোঃ মোশারফ হোসেন গাড়ী চালক এবং মোঃ আল আমিন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর।

# আইন সেল

আইন সেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, উপপরিচালক, এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ লুৎফর রহমান , সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোছাঃ নাসিমা খাতুন, অফিস সহায়ক, মোঃ মাহবুব আলম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

# চেয়ারম্যান দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান, ডেচপাচ রাইডার, মোঃ রজব আলী পিএ, কার্তিক চন্দ্র দাস, অফিস সহায়ক।

প্রশাসন শাখার আওতায়  কর্মরত আউটসোর্সিং ও দৈনিক ভিত্তিক কর্মচারীবৃন্দের সাথে  প্রশাসন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ ।

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোছাঃ নাজমা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মোঃ সিদ্দিক, মালী, মোঃ হাবিব, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মোঃ লাবলু হাওলাদার, নিরাপত্তা প্রহরী, মোঃ তসলিম উদ্দীন, নিরাপত্তা প্রহরী, মোঃ ছানারুল ইসলাম, গাড়ী চালক, মোঃ সিরাজুল হক, পাটোয়ারী গাড়ী চালক।

# প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের জনবল

**কর্মরত কর্মকর্তা :**

সদস্য ০১ জন,

সচিব ০১ জন,

উপপরিচালক ০২ জন,

সহকারী পরিচালক ০৫ জন,

সহকারী প্রোগ্রামার ০২ জন।

জনাব এ এস এম জাকির হোসেন
সদস্য (যুগ্মসচিব)

জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান
সচিব (উপসচিব)

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী
উপপরিচালক

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার
উপপরিচালক

জনাব মোঃ জাকির হোসেন
সহকারী পরিচালক

জনাব শারমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

জনাব আলাউদ্দিন আহামেদ
সহকারী পরিচালক

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক

জনাব লুৎফর রহমান
সহকারী পরিচালক

জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর
সহকারী প্রোগ্রামার

জনাব মোঃ জহির আব্বাস
সহকারী প্রোগ্রামার

**প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কাজ;**

- প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বপালনঃ
- কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল্‌স-২০০৮ সহ সরকারি আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করে ক্রয় কার্য সম্পাদন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Skill Development-এর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
- নির্বাহী বোর্ড সভা, সমন্বয় সভা ও অন্যান্য সভা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন;
- বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন।

# শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

মোঃ মোস্তাক আহমেদ, সহকারী পরিচালক, মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী, উপপরিচালক, কাজী কামরুল আহছান, পরিচালক, মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী, উপপরিচালক, ফারজানা রসুল, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোঃ লাবলু হাওলাদার নিরাপত্তা প্রহরী, মোঃ আশিকুর রহমান মৃধা অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মিনা বোস পিএ, মিলন মোল্লা কম্পিউটর অপারেটর, রাব্বিউল হাসান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক , মোহাম্মাদ সোহেল রানা অফিস সহায়ক।

# শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের জনবল

**কর্মরত কর্মকর্তা:**

সদস্য ০১ জন

পরিচালক ০১ জন

উপপরিচালক ০২ জন

সহকারী পরিচালক ০২ জন

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন
সদস্য (যুগ্মসচিব)

জনাব কাজী কামরুল আহছান
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী
উপপরিচালক

জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী
উপপরিচালক

জনাব ফারজানা রসুল
সহকারী পরিচালক

জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ
সহকারী পরিচালক

**শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষামান অনুবিভাগের কাজ:**

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন/ সংশোধন/ পরিবর্ধন ও নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন (যদি প্রয়োজন হয়) ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কর্তৃপক্ষের আইন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন এর প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নিবন্ধন পরীক্ষার পর সমন্বিত মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ;
- শূন্য পদের চাহিদা সমূহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মাধ্যমে যাচাইকরণ
- শূন্য পদের ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান এবং নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ;
- সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনপূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান
- নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত/বিধিগত জটিলতা দেখা দিলে সে বিষয়ে মতামত প্রদান;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন

# পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

ফয়জার আহমেদ সহকারী পরিচালক, ফিরোজ আহমেদ সহকারী পরিচালক, প্রফেসর দীনা পারভীন উপপরিচালক, মো: আবদুর রহমান পরিচালক, মো: এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন সদস্য (যুগ্মসচিব), তাহসিনুর রহমান পরিচালক, তাজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোহা:সিদ্দিক মালী, জাহানুননেছা অফিস সহায়ক, মোছা:পারভীন আকতার বানু অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ফিরোজা আক্তার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, রফিকুল কম্পিউটার অপারেটর, আশরাফুল ইসলাম পিএ, মো: মুর্শেদ আলী ফটোকপি মেশিন অপারেটর।

# পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের জনবল

**কর্মরত কর্মকর্তা:**

সদস্য ০১ জন

পরিচালক ০১ জন

উপপরিচালক ০১ জন

সহকারী পরিচালক ০৩ জন।

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন
সদস্য (যুগ্মসচিব)

জনাব তাহসিনুর রহমান
পরিচালক (উপসচিব)

প্রফেসর দীনা পারভীন
উপপরিচালক

জনাব ফিরোজ আহমেদ
সহকারী পরিচালক

জনাব তাজুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক

জনাব ফয়জার আহমেদ
সহকারী পরিচালক

**পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের কাজ:**

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রদান, অনলাইনে দরখাস্ত গ্রহণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন;
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে Question Setter, Moderator নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ এবং বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস) থেকে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থাকরণ;
- ট্রাংক বিবরণী অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ভেন্যুওয়ারী ট্রাংকজাতকরণ এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- পরীক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সামগ্রী (এমসিকিউ ফরম, উত্তরপত্র, কাগজপত্র, মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি) চাহিদা যথাসময়ে প্রশাসন শাখাকে অবহিতকরণ;
- উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;
- প্রত্যয়নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন।

# বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

মোঃ সাইফুল ইসলাম সহকারী পরিচালক, ফিরোজ আহমেদ সহকারী পরিচালক, কাজী কামরুল আহছান পরিচালক, মোঃ এনামুল কাদের খান চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান সচিব (উপসচিব), প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী উপপরিচালক ও শারমিন সুলতানা সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোঃ আরিফুল ইসলাম প্রকাশনা সহকারী, মোঃ মাহবুব আলম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

এনটিআরসিএ'র সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে গত ১৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি হিসেবে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী **ডা. দীপু মনি,** এম.পি.।

এনটিআরসিএ'র সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে গত ২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে নিয়োগ সুপারিশ প্রাপ্তদের ফুল ও সুপারিশপত্র প্রদান করছেন **মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.।**

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় উপমন্ত্রী ও মাননীয় সচিবের উপস্থিতিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রাপ্ত শিক্ষককে ফুল ও সুপারিশপত্র প্রদান ।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন **জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক**, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি **জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক**, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগসহ উপস্থিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও জেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ।

ডা. দীপু মনি, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নবাগত সচিব জনাব সোলেমান খানকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব **মোঃ** এনামুল কাদের খান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় তাকে এনটিআরসিএ-র পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনটিআরসিএ-র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

# ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

## ১. নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রি: তারিখের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষক নির্বাচন করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry level) শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচনপূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে । সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে এনটিআরসিএ এ পর্যন্ত ৮৫,৪০১ (পঁচাশি হাজার চারশত এক) জন নিবন্ধনধারীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ করেছে। তন্মধ্যে ২০২২ সালে ৩৯,৩৯৩ (উনচল্লিশ হাজার তিনশত তিরানব্বই) জনকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রবেশ পর্যায়ের (Entry level) শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তি-২০২২ প্রকাশ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাস করার ক্ষেত্রে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এনটিআরসিএ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে শিক্ষক নির্বাচন বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং করছেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী **ডা. দীপু মনি, এম.পি.**। উপস্থিত রয়েছেন সচিব মহোদয় সহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এনটিআরসিএর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

## গণবিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ সুপারিশঃ

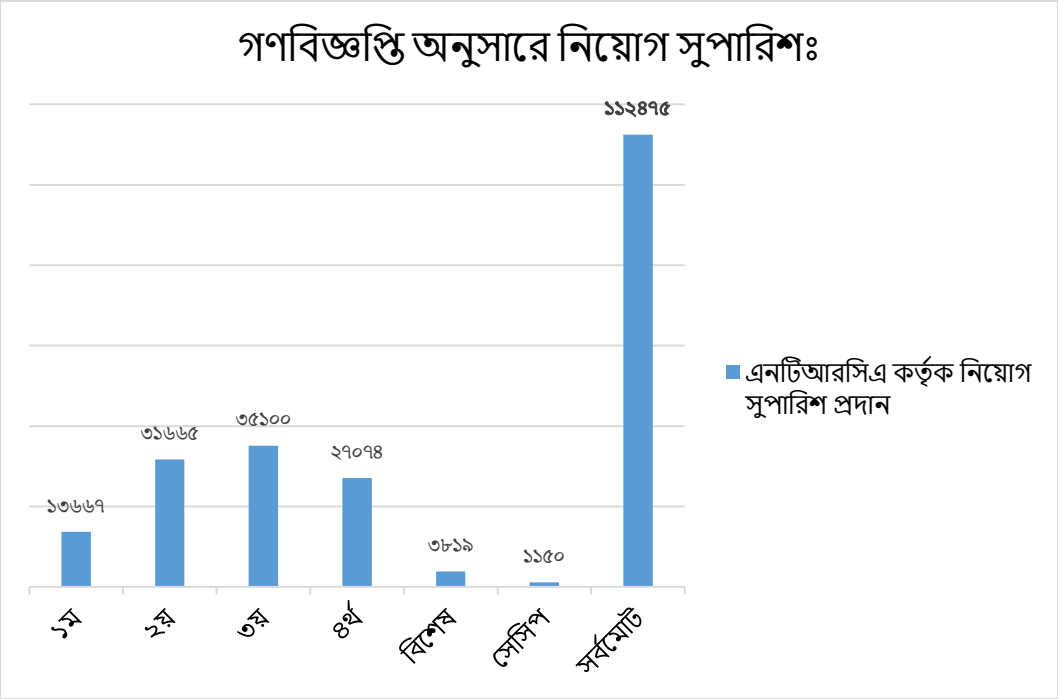

## নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

- বাংলাদেশের সকল বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এনটিআরসিএ-র আওতায় অনলাইনে ই-নিবন্ধন (ই-রেজিস্ট্রেশন), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান।
- এনটিআরসিএ-র নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে অনলাইনে শূন্য পদের চাহিদা (ই-রিকুইজিশন) গ্রহণ।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের নিকট থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের অনলাইন ই-রিকুইজিশন প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা এনটিআরসিএ-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- শূন্য পদের ভিত্তিতে অনলাইনে নিয়োগ প্রত্যাশী নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-এ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ, প্রার্থীদেরকে আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান।
- প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে গৃহীত ই-আবেদনসমূহ টেলিটকের সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেধা ও চয়েসের ভিত্তিতে প্রসেস করে প্রার্থী নির্বাচন।
- নির্বাচিত প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে ফলাফল অবহিতকরণ।
- নির্বাচিত প্রার্থীগণের নিয়োগ জীবন বৃত্তান্ত যাচাই এর জন্য পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ভি-আর ফরম সংগ্রহ।
- পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের জন্য সংগৃহীত ভি-আর ফরম সংগ্রহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ।
- পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ সুপারিশ প্রদান।
- নিয়োগ সুপারিশের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এস এম এস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ।
- নিয়োগ সুপারিশপত্র এনটিআরসিএ এর ওয়েবসাইটে আপলোড করণ।
- প্রার্থী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক তাদের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোডকরণ।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক প্রার্থীদের যোগদান সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে এনটিআরসিএ-কে অবহিতকরণ।
- এনটিআরসিএ এর নিয়োগ সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান।

## ২. সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি ১ম থেকে ১৬তম শিরোনামে ১৬টি ও একটি বিশেষসহ মোট ১৭টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০২২ এর কার্যক্রম ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করা হলেও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরীক্ষার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ২০২২ সালে সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম পুনরায় আরম্ভ করা হয়। গত ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ২৪ টি জেলায় ১৭তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারী পরীক্ষার টেষ্ট গ্রহণ করা হয়। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১,৯৩,৯৭৮ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৬,০৮,৪৯২ জন।

### নিবন্ধন পরীক্ষার ধাপসমূহ

### প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

Optical Mark Readable Litho Code যুক্ত OMR ফরমে ১০০ নম্বরের MCQ type পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। স্ক্যানিং মেশিনে মূল্যায়ন করা হয়।

### লিখিত পরীক্ষা

প্রার্থীদের আবেদনকৃত পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রধানত ঢাকা ভিত্তিক স্বনামধন্য সরকারি কলেজসমূহের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়।

### মৌখিক পরীক্ষা

২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে মেধাভিত্তিক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য

- প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১০০ নম্বর (বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত ও সাধারণ জ্ঞান)।
- লিখিত পরীক্ষা (ঐচ্ছিক বিষয়)-১০০ নম্বর (জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রতি পদের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ)।
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাশের নম্বর শতকরা ৪০ (চল্লিশ)।
- কর্তৃপক্ষ, এলাকা, বিষয় ও পদ-ভিত্তিক নিরূপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করবে।
- লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়-ভিত্তিক মেধাক্রম অনুসারে ফলাফলের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

- কোন প্রার্থী লিখিত এবং মৌখিক-উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অন্যূন শতকরা ৪০ (চল্লিশ) নম্বর না পেলে তিনি কোন মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য হবেন না।
- দেশের ২৪টি জেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- ৮টি বিভাগীয় শহরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- NTRCA কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- জেলা প্রশাসক পরীক্ষা কমিটির সভাপতি।
- জেলা শিক্ষা আফিসার পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ম থেকে ১৬শ' শিরোনামে ১৬টি ও একটি বিশেষসহ মোট ১৭টি নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
- এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে মোট ৬,৫২,৬৭৭ জন প্রার্থীকে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বারকোড সম্বলিত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান।
- নিবন্ধন প্রত্যয়ন পত্র মেয়াদ:
    - প্রথমে ছিল ৫ বছর, পরবর্তীতে মেয়াদ তুলে দেয়া হয়।
    - পুনরায় মেয়াদ ৩ বছর করা হয়।
    - মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে পুনরায় মেয়াদ তুলে দেয়া হয় যা বর্তমানে বহাল আছে।
- সর্বশেষ এমপিও নীতিমালা - শিক্ষক পদে নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

**নিবন্ধন পরীক্ষার ক্রম বিকাশ**

- ১ম পরীক্ষা ২০০৫- ৫ম পরীক্ষা ২০০৯ পর্যন্ত ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা ও ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান।
- ৬ষ্ঠ পরীক্ষা ২০১০ থেকে একাদশ পরীক্ষা ২০১৪ পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়ে MCQ চালু এবং আবশ্যিক বিষয় ১ ঘণ্টা ও ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টা মোট ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা।
- দ্বাদশ পরীক্ষা ২০১৫ থেকে ১ম ধাপে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
- ত্রয়োদশ ২০১৬ থেকে উপর্যুক্ত ২ ধাপের সাথে মৌখিক পরীক্ষা সংযুক্ত হয়েছে।

**<u>পরীক্ষার পদ্ধতি ৩ স্তর- পরীক্ষার বিষয়, প্রশ্নের ভাষা, পূর্ণমান, মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের গঠন</u>**

❖ **পরীক্ষার পদ্ধতি ৩ স্তর:**

১ম স্তরে- MCQ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়;

২য় স্তরে- MCQ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়; এবং

৩য় স্তরে- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

❖ **পরীক্ষার বিষয়:**

আবশ্যিক বিষয় (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-২৫) এবং সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা।

❖ **প্রশ্নের মাধ্যম:**

বাংলা।

❖ **পূর্ণমান:**

আবশ্যিক বিষয়ে MCQ (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-২৫) পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বর, ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর।

❖ **মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের গঠন:**

প্রতিটি বোর্ডে ১ জন সভাপতি, ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং ১ জন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ।

এনটিআরসিএ-র প্রতিনিধিদল কর্তৃক সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত ঢাকা রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুল পরিদর্শন কালে অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম ফারহাদ কর্তৃক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।

সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন এনটিআরসিএ -র চেয়ারম্যান।

## সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

### স্কুল-২ ও স্কুল পর্যায়

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.

| ক্র.নং | কেন্দ্রের নাম | মোট প্রার্থী | উপস্থিত | অনুপস্থিত | বহিঃষ্কার | উপস্থিতি (%) | অনুপস্থিতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বরিশাল | ৩৫০৯১ | ১৭৫৫৩ | ১৭৫৩৮ | | ৫০.০২ | ৪৯.৯৮ |
| ২ | বগুড়া | ৪০১৭১ | ২১৬২৫ | ১৮৫৪৬ | | ৫৩.৮৩ | ৪৬.১৭ |
| ৩ | চট্টগ্রাম | ৪১২৮৭ | ১৮৭২০ | ২২৫৬৭ | ৩ | ৪৫.৩৪ | ৫৪.৬৬ |
| ৪ | কুমিল্লা | ২৭১০৬ | ১২৫৭৯ | ১৪৫২৭ | ১ | ৪৬.৪১ | ৫৩.৫৯ |
| ৫ | ঢাকা | ১৩৮৮৫২ | ৫৯৩২৩ | ৭৯৫২৯ | ১ | ৪২.৭২ | ৫৭.২৮ |
| ৬ | দিনাজপুর | ৪৩৩৮৫ | ২৩৬৯০ | ১৯৬৯৫ | | ৫৪.৬০ | ৪৫.৪০ |
| ৭ | ফরিদপুর | ১৭৫৩৫ | ৮৩৬৩ | ৯১৭২ | | ৪৭.৬৯ | ৫২.৩১ |
| ৮ | গাইবান্ধা | ১৪১৮২ | ৮১২২ | ৬০৬০ | | ৫৭.২৭ | ৪২.৭৩ |
| ৯ | গাজীপুর | ২২৫২১ | ১১১০৯ | ১১৪১২ | | ৪৯.৩৩ | ৫০.৬৭ |
| ১০ | জামালপুর | ২২০৩৮ | ১১৩২৮ | ১০৭১০ | | ৫১.৪০ | ৪৮.৬০ |
| ১১ | যশোর | ৩০৭৪৬ | ১৫৯৭২ | ১৪৭৭৪ | | ৫১.৯৫ | ৪৮.০৫ |
| ১২ | খুলনা | ৪৭১৮১ | ২৪২২৭ | ২২৯৫৪ | | ৫১.৩৫ | ৪৮.৬৫ |
| ১৩ | কুষ্টিয়া | ১৬৭৮৫ | ৮৮২২ | ৭৯৬৩ | | ৫২.৫৬ | ৪৭.৪৪ |
| ১৪ | ময়মনসিংহ | ৫৯৭২৪ | ২৮৮৩১ | ৩০৮৯৩ | ১ | ৪৮.২৭ | ৫১.৭৩ |
| ১৫ | নওগাঁ | ১৫০২৫ | ৮০৪৫ | ৬৯৮০ | | ৫৩.৫৪ | ৪৬.৪৬ |
| ১৬ | নারায়ণগঞ্জ | ৮৮৪৫ | ৪১৮৫ | ৪৬৬০ | | ৪৭.৩১ | ৫২.৬৯ |
| ১৭ | নোয়াখালী | ১৯৮৭১ | ৯৪২৫ | ১০৪৪৬ | | ৪৭.৪৩ | ৫২.৫৭ |
| ১৮ | পাবনা | ১৭৬৮২ | ৯০৩৭ | ৮৬৪৫ | ২ | ৫১.১১ | ৪৮.৮৯ |
| ১৯ | পটুয়াখালী | ১৪৪৪৫ | ৭২৩৬ | ৭২০৯ | | ৫০.০৯ | ৪৯.৯১ |
| ২০ | রাজশাহী | ৪৫৬০৪ | ২৩৯৭৯ | ২১৬২৫ | | ৫২.৫৮ | ৪৭.৪২ |
| ২১ | রাঙ্গামাটি | ৩৮৩৩ | ১৭৫৬ | ২০৭৭ | | ৪৫.৮১ | ৫৪.১৯ |
| ২২ | রংপুর | ৬৫৮৪৫ | ৩৫৪৮২ | ৩০৩৬৩ | | ৫৩.৮৯ | ৪৬.১১ |
| ২৩ | সিলেট | ৩৯১২১ | ১৪৫৪৬ | ২৪৫৭৫ | | ৩৭.১৮ | ৬২.৮২ |
| ২৪ | টাঙ্গাইল | ১৮১৮০ | ৮৯৩৪ | ৯২৪৬ | | ৪৯.১৪ | ৫০.৮৬ |
| **মোট** | | **৮০৫০৫৫** | **৩৯২৮৮৯** | **৪১২১৬৬** | **৮** | **৪৯.৬২** | **৫০.৩৮** |

## কলেজ পর্যায়

তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.

| ক্র.নং | কেন্দ্রের নাম | মোট প্রার্থী | উপস্থিত | অনুপস্থিত | বহিঃষ্কার | উপস্থিতি (%) | অনুপস্থিতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বরিশাল | ১৬২৫৪ | ৯৫১০ | ৬৭৪৪ | | ৫৮.৫১ | ৪১.৪৯ |
| ২ | বগুড়া | ১৯৩১১ | ১১৮৭৬ | ৭৪৩৫ | | ৬১.৫০ | ৩৮.৫০ |
| ৩ | চট্টগ্রাম | ২১৬৪২ | ১১০৯৩ | ১০৫৪৯ | | ৫১.২৬ | ৪৮.৭৪ |
| ৪ | কুমিল্লা | ১২৪৯৮ | ৭০০১ | ৫৪৯৭ | | ৫৬.০২ | ৪৩.৯৮ |
| ৫ | ঢাকা | ৮৯৫৪৯ | ৪২১৮৩ | ৪৭৩৬৬ | | ৪৭.১১ | ৫২.৮৯ |
| ৬ | দিনাজপুর | ১৭৯৪৭ | ১১৪৬৪ | ৬৪৮৩ | | ৬৩.৮৮ | ৩৬.১২ |
| ৭ | ফরিদপুর | ৭৯৫৫ | ৪৩২৯ | ৩৬২৬ | | ৫৪.৪২ | ৪৫.৫৮ |
| ৮ | গাইবান্ধা | ৪৯৫৮ | ৩৩৭৯ | ১৫৭৯ | | ৬৮.১৫ | ৩১.৮৫ |
| ৯ | গাজীপুর | ৮৩৪৬ | ৪৫৯৩ | ৩৭৫৩ | | ৫৫.০৩ | ৪৪.৯৭ |
| ১০ | জামালপুর | ৭৪২৮ | ৪৫০৬ | ২৯২২ | | ৬০.৬৬ | ৩৯.৩৪ |
| ১১ | যশোর | ১৫০৪৯ | ৮৬৭৯ | ৬৩৭০ | | ৫৭.৬৭ | ৪২.৩৩ |
| ১২ | খুলনা | ২২৭৬১ | ১৩৪৮৫ | ৯২৭৬ | | ৫৯.২৫ | ৪০.৭৫ |
| ১৩ | কুষ্টিয়া | ৮৬১৫ | ৪৯৬৪ | ৩৬৫১ | | ৫৭.৬২ | ৪২.৩৮ |
| ১৪ | ময়মনসিংহ | ২৪৪৭৮ | ১৪০৯৫ | ১০৩৮৩ | | ৫৭.৫৮ | ৪২.৪২ |
| ১৫ | নওগাঁ | ৫৩৩২ | ৩২৮২ | ২০৫০ | | ৬১.৫৫ | ৩৮.৪৫ |
| ১৬ | নারায়ণগঞ্জ | ৪২০২ | ২২২৫ | ১৯৭৭ | | ৫২.৯৫ | ৪৭.০৫ |
| ১৭ | নোয়াখালী | ৭৫৫৫ | ৪০৯৯ | ৩৪৫৬ | | ৫৪.২৬ | ৪৫.৭৪ |
| ১৮ | পাবনা | ৮৩৭৪ | ৪৯০০ | ৩৪৭৪ | | ৫৮.৫১ | ৪১.৪৯ |
| ১৯ | পটুয়াখালী | ৪৭৮৫ | ২৮৬১ | ১৯২৪ | | ৫৯.৭৯ | ৪০.২১ |
| ২০ | রাজশাহী | ২৬৪৭৩ | ১৬১৫২ | ১০৩২১ | | ৬১.০১ | ৩৮.৯৯ |
| ২১ | রাঙ্গামাটি | ১৩৪৩ | ৬৭৬ | ৬৬৭ | | ৫০.৩৪ | ৪৯.৬৬ |
| ২২ | রংপুর | ৩০৯৫৬ | ১৯৩৭৮ | ১১৫৭৮ | | ৬২.৬০ | ৩৭.৪০ |
| ২৩ | সিলেট | ১৪৯৬৩ | ৬৬৬৯ | ৮২৯৪ | | ৪৪.৫৭ | ৫৫.৪৩ |
| ২৪ | টাঙ্গাইল | ৮১৪৯ | ৪৬০২ | ৩৫৪৭ | | ৫৬.৪৭ | ৪৩.৫৩ |
| **মোট** | | **৩৮৮৯২৩** | **২১৬০০১** | **১৭২৯২২** | **০** | **৫৭.১১** | **৪২.৮৯** |

## ৩. সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যক্রম:

পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রণীত সিলেবাসসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্কুল-২ ও কলেজ পর্যায়ের ০৬(ছয়)টি ট্রেড/বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ শীর্ষক ০২(দুই)টি কর্মশালা বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ ও ১২ অক্টোবর, ২০২২খ্রিঃ তারিখ এনটিআরসিএ'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কমিটি কর্তৃক বর্ণিত ০২টি কর্মশালায় স্কুল-২ পর্যায়ের নতুনপদ সহকারী মৌলভী (ক্বারী) পদের বিপরীতে 'তাজবিদ' বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন এবং ট্রেড ইন্সট্রাক্টর পদের বিপরীতে ০২টি বিদ্যমান ট্রেড (১) ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজারভেশন ও (২) বিল্ডিং মেইনটেনেন্স/সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি ট্রেডের সিলেবাস এবং কলেজ পর্যায়ের প্রভাষক পদের ০৩টি বিদ্যমান বিষয়ের সিলেবাস (১) হিসাব বিজ্ঞান (২) মার্কেটিং ও (৩) ব্যবস্থাপনা হালনাগাদ করা হয়েছে। অবহিতকরণ কর্মশালা ও সিলেবাস চূড়ান্তকরণ কর্মশালা ০২টিতে সিলেবাস প্রণেতাগণ কর্তৃক ০৬টি ট্রেড/বিষয়ের প্রণয়নকৃত ও হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত সিলেবাস অনুমোদনের জন্য সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কমিটির সভা বিগত ১৭ নভেম্বর, ২০২২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ০৬টি উল্লেখিত ট্রেড/বিষয়ের চূড়ান্ত সিলেবাস অনুমোদিত হয়। পরবর্তী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহে উক্ত নতুন ও বিদ্যমান ট্রেড/বিষয়সমূহের প্রণয়নকৃত ও হালনাগাদকৃত সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য গত ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর স্কুল-২ ও কলেজ পর্যায়ের ০৬(ছয়)টি ট্রেড/বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ও সিলেবাস প্রণেতাগণ।

## ৪. জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ২০২২ সালে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০১ (এক) জন এবং অফিস সহায়ক পদে ০১ (এক) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সিস্টেম এনালিস্ট এর শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সিস্টেম এনালিস্ট এর নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

| ক্রমিক নং | পদের নাম | সংখ্যা | প্রক্রিয়া | কার্যক্রম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | সরাসরি নিয়োগ | চূড়ান্ত |
| ২ | অফিস সহায়ক | ০১ | সরাসরি নিয়োগ | চূড়ান্ত |
| ৩ | সিস্টেম এনালিস্ট | ০১ | সরাসরি নিয়োগ | চলমান |

## ৫. শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান, সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রদান এবং প্রত্যয়ন পত্র যাচাইয়ের সংখ্যা:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধি ১০ মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর ব্যবস্থাপনায় গৃহীত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৬,৫২,৬৭৭ জন প্রার্থীকে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কিউআর কোড সম্বলিত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়। সরবরাহকৃত প্রত্যয়ন পত্র বিষয়ে ২০২২ সালে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করা হয়:

### প্রত্যয়ন পত্র সংশোধন

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আবেদনের সময় প্রার্থী যে সকল তথ্য প্রদান করেন তার ভিত্তিতেই তাঁদেরকে প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। প্রত্যয়নপত্রে কোন তথ্যগত ভুল থাকলে প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রমাণাদি যাচাই অন্তে কোন প্রকার ফি গ্রহণ ব্যতিরেকে নিবন্ধনধারীদের সংশোধিত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়। ২০২২ পঞ্জিকা বর্ষে সর্বমোট ৯৩৩টি নিবন্ধনধারীকে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশোধিত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়েছে।

### ডুপ্লিকেট/দ্বি-নকল প্রত্যয়ন পত্র

কোন নিবন্ধনধারী প্রার্থীর প্রত্যয়ন পত্র হারিয়ে গেলে বা পুড়ে গেলে বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট হলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪) মোতাবেক প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রমাণাদি যাচাইঅন্তে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে ডুপ্লিকেট/দ্বিনকল প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়। ২০২২ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ১৬৫ জন নিবন্ধনধারীকে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে ডুপ্লিকেট/দ্বিনকল প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়েছে।

**নিবন্ধন প্রত্যয়ন পত্র যাচাই**

শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রের সঠিকতার বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অথবা যাচাইকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ফি গ্রহণ ব্যাতিরেকে শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদন এনটিআরসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করেন। ২০২২ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ১,৯৬৩ টি নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই অন্তে নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

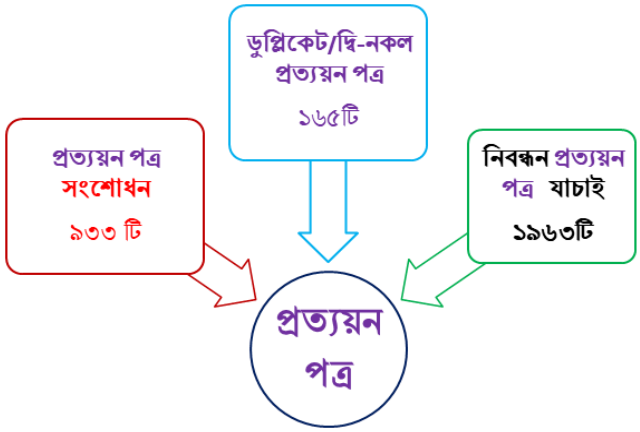


### ৬. এনটিআরসিএ-র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর বিরুদ্ধে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫৮৫ টি মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করা হয়। এনটিআরসিএ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সলিসিটর উইং এবং এ্যাটর্নী জেনারেল অফিসের মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত প্যানেল আইনজীবীর সাহায্যে দায়েরকৃত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। এনটিআরসিএ-র বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য নিম্নরুপ:

### ৭. এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর মাধ্যমে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ১০ এ এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর আওতায় নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা হয়। উক্ত বিধিমালা ২০১২ এবং ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয়। ২০০৬ সালের বিধিতে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা ছিল। পরবর্তীতে সংশোধনীসমূহে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আওতায় সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা ০৮টি বিভাগীয় শহরসহ ২৪টি জেলা শহরে সম্পন্ন করতে হয়। উক্ত ৩টি ধাপে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। সুষ্ঠু পরীক্ষা সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগীয় শহরসহ ২৪টি জেলার জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগসহ মতবিনিময় ও সমন্বয় সভা করে পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। মাঠ পর্যায়ে এনটিআরসিএ'র কোনো অফিস না থাকায় এ সমন্বয়ের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এ কারণে বিভাগীয় শহরগুলোতে এনটিআরসিএ'র পদ সৃজন করা অত্যাবশ্যক। ০৮টি বিভাগীয় শহরে উপপরিচালকের পদ সৃজন করা গেলে এনটিআরসিএ'র শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের কাজের সমন্বয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০.১২.২০১৫ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। গত ৩০.১২.২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮. ০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী সরকার এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা নিয়ে নিয়োগ সুপারিশের কাজটি পরিচালনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এনটিআরসিএ'র অফিস না থাকায় শূন্য পদের চাহিদাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। শূন্য পদের ভুল চাহিদার কারণে পরবর্তীতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে শূন্য পদের সঠিক চাহিদা আনার জন্য মাঠ পর্যায়ে এনটিআরসিএ'র অফিস প্রয়োজন। নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত এ কাজটি এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহায়তায় সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু এ কাজটি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য এনটিআরসিএ'র আইসিটি সেলকে আরও কার্যকর করা প্রয়োজন। এর নিমিত্ত সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সিস্টেম এনলিস্ট পদ সৃজনসহ প্রোগ্রামার এবং সহকারী প্রোগ্রামার এর পদ সৃজন করা প্রয়োজন। এনটিআরসিএ-কে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদানের পর এ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয়ে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এ সকল মামলায় সরকার পক্ষে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এনটিআরসিএ-তে পর্যাপ্ত আইনের জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নেই। এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে মামলাসমূহ সরকার পক্ষে যথাযথভাবে নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিচালনার নিমিত্ত এনটিআরসিএ-তে 'আইন অনুবিভাগ' সৃজন প্রয়োজন।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর উপরে অর্পিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত এনটিআরসিএ'র জনবল কাঠামো ও সাংগঠনিক কাঠামো জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন করা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর বিদ্যমান জনবল কাঠামো ও সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জনপূর্বক পদ সৃজনের চেকলিস্ট অনুযায়ী পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড, প্রতিটি পদের দায়িত্ব ও খসড়া নিয়োগ বিধি এনটিআরসিএ'র গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর বিদ্যমান জনবল কাঠামো ও সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) সংশোধনের প্রস্তাব গত ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

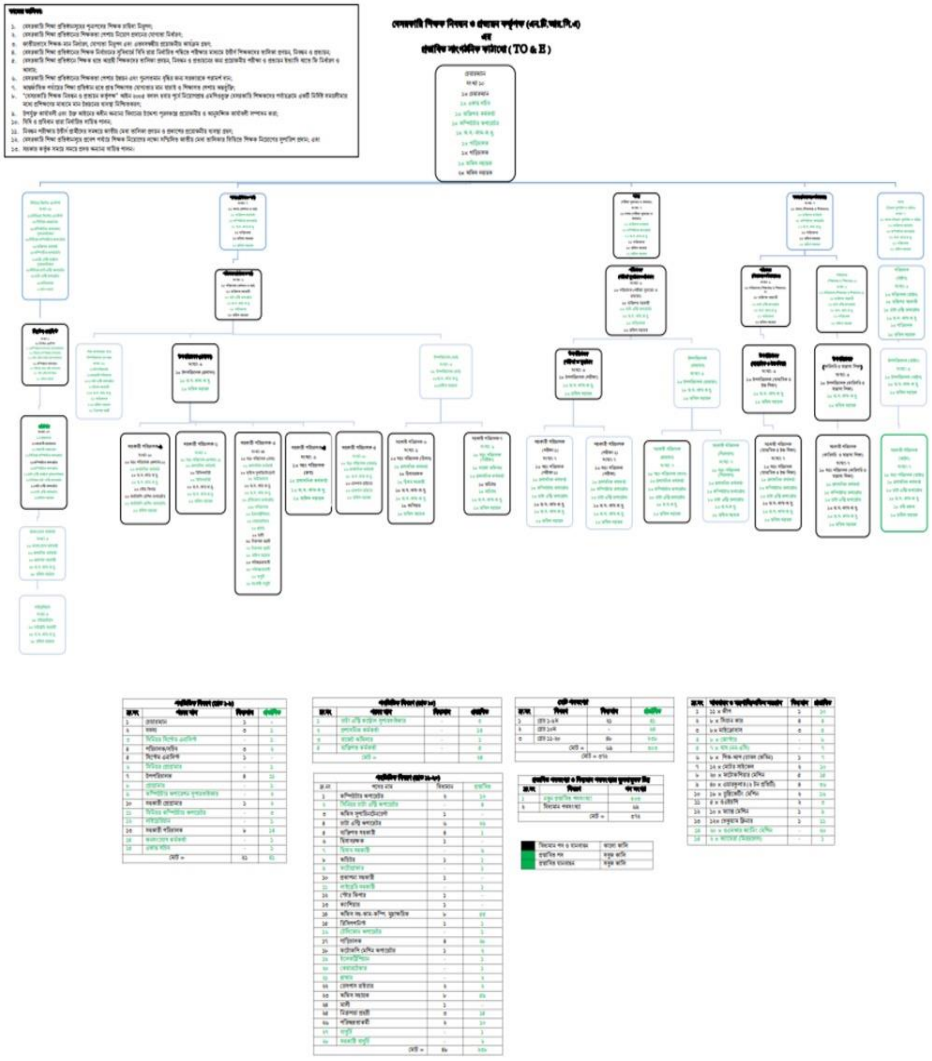

### ৮ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ সংশোধনের খসড়া প্রেরণ:

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি,এম.পি. মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ এপ্রিল ২০২২ এবং ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ-কে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার জন্য এন.টি.আর.সি.এ. আইন, বিধিমালাসমূহ এবং পরিপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর সংশোধনী প্রণয়ন করে এন.টি.আর.সি.এ. এর নির্বাহী বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। এন.টি.আর.সি.এ. এর নির্বাহী বোর্ডের ৯১তম বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত অবস্থায়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর সংশোধনের নিমিত্ত সংশোধনের খসড়া বিল, সংশোধিত আইনের খসড়া, মূল আইনের কপি এবং মূল আইনের সাথে প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের তুলনামূলক বিবরণী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৯. বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১ প্রণয়ন ও প্রকাশ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ধারা ১৭ অনুসারে প্রতি বৎসর ৩০ মার্চ বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে সম্পাদিত কাজের রিপোর্ট প্রস্তুত করার ও সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের আলোকে এনটিআরসিএ-র ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বীয় কার্যাবলীর প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. মহোদয়ের নিকট প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডা. দীপু মনি এম.পি কে এনটিআরসিএ'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করছেন জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) এনটিআরসিএ।

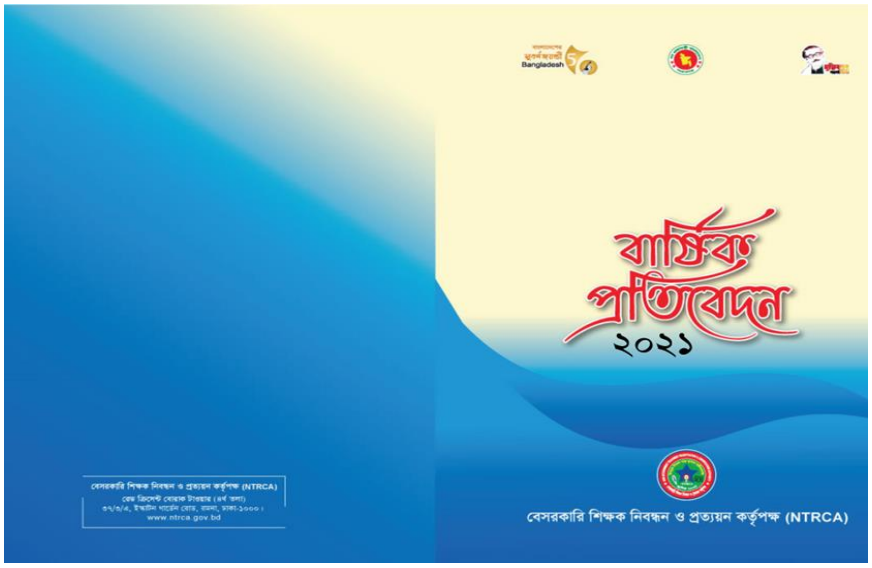

## ১০. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধান মালা-২০০৯ এ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ীকরণে বিধান অনুসৃত হলেও চাকুরি স্থায়ীকরণের জন্য কোন বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণের নীতিমালা ছিল না। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ীকরণের সুবিধার্থে নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রবর্তিত নীতিমালা অনুসারে ২০১৯ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৭ (সাত) জন কর্মচারীর বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর্মচারীদের স্থায়ী করা হয়। স্থায়ীকরণকৃতরা হলো:

| ক্রমিক নম্বর | নাম ও পদবি | যোগদানের তারিখ | যে তারিখ হতে স্থায়ীকরণ করা হলো |
|---|---|---|---|
| ১ | **জনাব আজহারুল ইসলাম**<br>**অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার**<br>মুদ্রাক্ষরিক | **২৭ নভেম্বর, ২০১৯** | **২৭ নভেম্বর, ২০১৯** |
| ২ | **জনাব মোঃ মাহাবুব আলম**<br>**অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার**<br>মুদ্রাক্ষরিক | **২৭ নভেম্বর, ২০১৯** | **২৭ নভেম্বর, ২০১৯** |
| ৩ | **জনাব রাব্বিউল হাসান**<br>**অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার**<br>মুদ্রাক্ষরিক | **২৮ নভেম্বর, ২০১৯** | **২৮ নভেম্বর, ২০১৯** |
| ৪ | **জনাব মোঃ আশিকুর রহমান মৃধা**<br>**অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার**<br>মুদ্রাক্ষরিক | **২৮ নভেম্বর, ২০১৯** | **২৮ নভেম্বর, ২০১৯** |
| ৫ | **জনাব মোসাঃ খাদিজা খাতুন**<br>**ক্যাশিয়ার** | **২৮ নভেম্বর, ২০১৯** | **২৮ নভেম্বর, ২০১৯** |
| ৬ | **জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক**<br>**রিসিপসনিস্ট** | **২৫ নভেম্বর, ২০১৯** | **২৫ নভেম্বর, ২০১৯** |
| ৭ | **জনাব সুব্রত চৌধুরী**<br>**অফিস সহায়ক** | **০১ ডিসেম্বর, ২০১৯** | **২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯** |

## ১১. মাঠ পর্যায়ে গণশুনানী/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে এনটিআরসিএ'র চলমান নিয়োগ সুপারিশ এবং শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ, আবেদন ও নিবেদন সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্টেক হোল্ডারগণের সাথে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

# অবহিতকরণ কর্মশালা

# অবহিতকরণ কর্মশালা

# অবহিতকরণ কর্মশালা

# গণশুনানি

উপজেলা অডিটোরিয়াম, ধামরাই, ঢাকা।
গণশুনানি
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণশুনানি
স্থান: উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

# গণশুনানি

এনটিআরসিএ আয়োজিত অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান অতিথি সদস্য জনাব **এ এস এম জাকির হোসেন,** সভাপতি জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি **জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান** অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত অংশীজনবৃন্দ।

## ১২. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন:

সরকার প্রবর্তিত নির্ধারিত কর্মঘন্টা অনুসরণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাগত উৎকর্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সৃজনশীলতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য অতিথি প্রশিক্ষক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কোয়ার্টারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখায় মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এনটিআরসিএ দপ্তরের সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহের নাম, প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণী এবং লার্নিং পয়েন্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক বছরওয়ারী প্রকাশনা প্রস্তুতপূর্বক এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ**

# অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

# সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২২

# তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২২

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন।

# ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২২

# অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২২

## অতিথি প্রশিক্ষক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষকবৃন্দের তালিকা

### অতিথি প্রশিক্ষক

| ক্রনং : | নাম ও পদবি | প্রতিষ্ঠান |
|---|---|---|
| ১ | জনাব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামনিক,<br>অতিরিক্ত সচিব , (প্রশাসন ও অর্থ) | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ২ | জনাব জাহেদা পারভীন<br>অতিরিক্ত সচিব (সওব্য অধিশাখা-৩) | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ৩ | জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন<br>যুগ্মসচিব, সি আর শাখা | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ৪ | জনাব সরোজ কুমার নাথ<br>যুগ্মসচিব, (উন্নয়ন-২) | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৫ | জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান<br>পরিচালক | CPTU |
| ৬ | জনাব মৌসুমী হাবিব<br>উপসচিব | মেট্রো রেল প্রকল্প |
| ৭ | জনাব মোছা শাম্মী আক্তার<br>(উপসচিব) | বেসরকারি মাধ্যমিক- ১ ও ২,<br>মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৮ | জনাব মোঃমিজানুর রহমান<br>উপসচিব ,(২-বেসরকারি মাধ্যমিক) | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
| ৯ | জনাব সাজ্জাদ হোসেন<br>উপসচিব (এমপিও) | কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ |
| ১০ | জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক<br>উপসচিব, বেসরকারি মাধ্যমিক-১ | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
| ১১ | জনাব মোঃ ফজলুর রহমান<br>সিনিয়র সহকারী সচিব | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
| ১২ | জনাব আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম<br>সিনিয়র সহকারী সচিব | ডোমেইন এক্সপার্ট, ফোর আইআর, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম |
| ১৩ | জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম<br>সংযুক্ত কর্মকর্তা, | সংযুক্ত কর্মকর্তা, এসপায়ার,ফোর আই আর প্রোগ্রাম,এটুআই |
| ১৪ | জনাব আব্দুল্লাহ আল ফাহিম<br>ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ও কোঅর্ডিনেটর | ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ও কো-অর্ডিনেটর (নথি), এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি ডিভিশন |
| ১৫ | জনাব নিলুফা ইয়াসমিন<br>সিনিয়র সহকারী সচিব | টিম লিড (নথি), এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি ডিভিশন |

## অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক

| ক্র.নং | নাম | পদবি |
|---|---|---|
| ১. | জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) | চেয়ারম্যান |
| ২. | জনাব এ এস এম জাকির হোসেন | সদস্য (প্র/অ) |
| ৩. | জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (যুগ্মসচিব) | সদস্য (প.মূ.প্র) |
| ৪. | জনাব তাহসিনুর রহমান (উপসচিব) | পরিচালক (প.মূ.প্র.) |
| ৫. | জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান (উপসচিব) | সচিব |
| ৬. | জনাব কাজী কামরুল আহছান (উপসচিব) | পরিচালক (শি.শি.) |
| ৭. | প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী | উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) |
| ৮. | প্রফেসর দীনা পারভীন | উপপরিচালক (প.মূ.প্র.) |
| ৯. | জনাব মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী | উপপরিচালক (শি.শি.) |
| ১০. | জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী | উপপরিচালক (পাঠ্যসূচি প্রণয়ন) |
| ১১. | জনাব ফিরোজ আহমেদ | সহকারী পরিচালক (পমূপ্র-১) |
| ১২. | জনাব শারমিন সুলতানা | সহকারী পরিচালক ( প্রশাসন) |

### ১৩. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রাক নিয়োগ জীবন বৃত্তান্ত যাচাই এর লক্ষে নিরাপত্তা/পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য ভি-রোল ফরম সংগ্রহ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ :

এনটিআরসিএর আওতায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিবন্ধিত প্রার্থীদের মধ্য হতে প্রাপ্ত আবেদন পছন্দ ও মেধার ভিত্তিতে প্রসেস করার পর শূন্যপদের বিপরীতে প্রার্থীদেরকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রাক নিয়োগ জীবন বৃত্তান্ত যাচাই এর জন্য প্রার্থীদের নিকট থেকে ভি-রোল ফরম পূরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ভি-রোল ফরম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

| ক্রমিক নং | নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | সুপারিশের তারিখ | প্রার্থী সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ৩য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | ২০.০১.২০২২ | ৩৪১৮৯ জন |
| ২ | বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি (SESIP) | ২৫.০৪.২০২২ | ৪০০ জন |
| ৩ | ৩য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২য় ধাপ | ০৭.১২.২০২২ | ৯১১ জন |
| ৪ | বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি-২০২২ | ০৭.১২.২০২২ | ৩৮১৯ জন |

## ১৪. এনটিআরসিএ'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সরকারি অফিসসমূহে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে এনটিআরসিএ-র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) গত ২৬.০৬.২০২২ তারিখে স্বাক্ষর করা হয়।

উক্ত চুক্তি অনুযায়ী এনটিআরসিএ'র সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)সহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে তথ্য প্রেরণ, তথ্য হালনাগাদকরণ, সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

**এনটিআরসিএ'র এপিএ টিম**

| | | |
|---|---|---|
| ১ | সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ | টিম লিডার |
| ২ | সচিব, এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৩ | পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৪ | পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৫ | উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৬ | উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৭ | উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৮ | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ৯ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ১০ | সহকারী পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান-২), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ১১ | সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ১২ | সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), এনটিআরসিএ | -সদস্য |
| ১৩ | সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (আইন), এনটিআরসিএ | -সদস্য |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২২-জুন ৩০, ২০২৩

## দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Department/Organization)

### সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

### সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :

২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনা করে আসছে। বিগত ০৩ বছর ০১টি পরীক্ষার মাধ্যমে ১৮৫৫০ জন শিক্ষক পরীক্ষার্থী নিবন্ধিত হয়েছে। ১০ জানুয়ারি সাল থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬৭৫৭৮টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এমপিও না হওয়া এবং যোগদান করতে না পারা ১২৯৯ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় সুপারিশ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ডিজিটাল কর্মব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ইলেকট্রনিক হাজিরা প্রথা, ই-টেন্ডারিং এবং বেতন ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে EFT চালু করা হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য গণশুনানি, Website এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ, Feedback প্রদান এবং মতামত গ্রহণের প্রথা চালু করা হয়। এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ২৫৫টি মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষাধিক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার্থীর একটি প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি Website এবং অনলাইন-এর মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ প্রথা চালু করার পর সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সহকারী বরাদ্দ ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করছে।

### সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শূন্য পদের চাহিদার মধ্যে ভুল থাকার কারণে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশকরণে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই। এ সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এনটিআরসিএ ১০০% স্বচ্ছতার সাথে নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ এবং নিয়োগ সুপারিশের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া এক শ্রেণীর সুবিধাবাদি লোক এনটিআরসিএ'র নিয়োগ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করার প্রয়াসে হাইকোর্টে রিট মামলা করছে। মামলার কারণে এনটিআরসিএ'র স্বাভাবিক কার্যক্রম পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

এনটিআরসিএ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে মানসম্মত দক্ষ শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু, এনটিআরসিএ'র বিদ্যমান আইন সংশোধন, এনটিআরসিএ'র পরীক্ষার বিধি সংশোধন, নিয়োগের সুপারিশকরণ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশিদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য সেমিনারের আয়োজন করা। NTRCA কে NTSC তে রুপান্তরিত করে এর সাংগঠনিক অবকাঠামো এবং জনবল বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

**২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রার্থীর নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ;
- প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও সনদপত্র প্রদান;
- শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধিযাচন গ্রহণ ও প্রকাশ;
- নিয়োগের জন্য নিবন্ধন সনদধারী আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণ, যাচাই বাছাইকরণ, মেধা তালিকা প্রণয়ন ও নিয়োগের সুপারিশ করা;
- Database সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থাকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং স্থায়ী অফিস স্থাপন।

## প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

### সেকশন-১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

### ১.১ রূপকল্প (Vision)

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিতকরণ।

### ১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে

অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ কওে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধারভিত্তিক কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্য পদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

**১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র**

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা স্বচ্ছ, মানসম্মত ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তকরণ।

২. দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

**১.৪ কার্যাবলি (Functions)**

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-চাহিদা নিরূপণ;

২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষামান নির্ধারণ;

৩. শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীগণের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান;

৪. উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি মেধাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং তাদের নিবন্ধনপূর্বক সনদ প্রদান;

৫. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাইকরণ ও নিয়োগের সুপারিশকরণ;

৬. এনটিআরসিএ-তে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি;

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;

৮. সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটালাইজেশন

## সেকশন-২

## বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | একক | প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১ | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপন | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ২০২৩-২৪ | ২০২৩-২৪ | | |
| বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের হার বৃদ্ধি | শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের হার | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর | জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন |
| কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি | কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | ১০০% | ৯৫% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর | জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন |
| এনটিআরসিএ'র কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি করা | কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি করা | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর | জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন |

- সাময়িক (Provisional) তথ্য

# সেকশন-৩
# কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১ | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২২-২৩ | | | | | প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪ | প্রক্ষেপন ২০২৪-২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | | | | | | | | | | | | | | | |
| [১] শিক্ষক নিবন্ধন পদ্ধতি স্বচ্ছ, মানসম্মত ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তকরণ | ২৫ | [১.১] শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ | [১.১.১] শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | | ১ | ১ |
| | | | [১.১.২] প্রাপ্ত আবেদন | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ৮৭৬০৩৩ | ২১৬৯২ | ৫০০০০০ | ৪৫০০০০ | ৪০০০০০ | ৩৫০০০০ | ৩০০০০০ | ৬০০০০০ | ৬৫০০০০ |
| | | [১.২] প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ | [১.২.১] আবেদন প্রাপ্তির পর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ | সমষ্টি | দিন | ২ | ১০০ | | ১০০ | ১১০ | ১২০ | ১৩০ | ১৪০ | ৯৫ | ৯৫ |
| | | | [১.২.২] প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ | সমষ্টি | দিন | ২ | ২৯ | | ৩০ | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ | ২৮ | ২৭ |
| | | [১.৩] প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ | [১.৩.১] প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ | সমষ্টি | দিন | ২ | ৯৮ | | ৯০ | ১০০ | ১১০ | ১২০ | ১৩০ | ৮৫ | ৮০ |
| | | | [১.৩.২] লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ | সমষ্টি | দিন | ২ | ৪৫ | | ৬০ | ৬৫ | ৭০ | ৭৫ | ৮০ | ৫৫ | ৫২ |
| | | [১.৪] লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে পদভিত্তিক মেধাতালিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও সনদ প্রদান | [১.৪.১] লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ | সমষ্টি | দিন | ২ | ১০০ | | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ৩৮ | ৩৭ |
| | | | [১.৪.২] মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিবন্ধন পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ | সমষ্টি | দিন | ২ | ৬৯ | | ৩০ | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ | ৩০ | ৩০ |
| | | | [১.৪.৩] চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেও নিবন্ধন সনদ প্রদান | সমষ্টি | দিন | ২ | ৭৫ | | ৯০ | ১০০ | ১১০ | ১২০ | ১৩০ | ৮৫ | ৮০ |
| | | [১.৫] নিবন্ধন সনদ যাচাই এবং সংশোধিত ও ডুপ্লিকেট নিবন্ধন সনদ প্রদান | [১.৫.১] শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | | | ১০০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৭০০ | ৬০০ | ১২০০ | ১৩০০ |
| | | | [১.৫.২] শিক্ষক নিবন্ধন সনদ সংশোধন | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | | | ৫০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৫৫০ | ৬০০ |
| | | | [১.৫.৩] ডুপ্লিকেট শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | | | ২০০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৪০ | ১২০ | ২৫০ | ২৭৫ |

| কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১ | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২২-২৩ | | | | | প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪ | প্রক্ষেপন ২০২৪-২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | | | | | | | | | | | | | | | |
| [২] দক্ষ ও মান সম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ | ২৫ | [২.১] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্ভুল চাহিদা প্রদান বিষয়ে অংশীজনদেও সাথে সভা/কর্মশালা করা | [২.১.১] নির্ভুল চাহিদা প্রদানের লক্ষ্যে অংশীজনদের সাথে সভা/কর্মশালা আয়োজন | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | | | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ | ৪ | ১০ | ১১ |
| | | [২.২] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-রেজিস্ট্রেশন/প্রোফাইল হালনাগাদ করা | [২.২.১] নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-রেজিস্ট্রেশন/প্রোইল হালনাগাদকরণ | তারিখ | তারিখ | ৪ | | | ৩০.০৯.২২ | ৩১.১০.২২ | ৩০.১১.২২ | ১৫.১২.২২ | ২৯.১২.২২ | ১৪.০৯.২৩ | ১০.০৯.২৪ |
| | | [২.৩] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে অনলাইনে চাহিদা সংগ্রহ | [২.৩.১] শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য চাহিদা সংগ্রহ | তারিখ | তারিখ | ৪ | | | ৩০.১১.২২ | ২৯.১২.২২ | ৩১.০১.২৩ | ২৮.০২.২৩ | ৩০.০৩.২৩ | ১৫.১১.২২ | ১০.১১.২২ |
| | | [২.৪] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শূন্য পদেও চাহিদাসমূহের সঠিকতা যাচাই-বাছাই করা | [২.৪.১] যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত শূন্য পদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ | সমষ্টি | দিন | ২ | | | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ | ৫০ | ৪৫ |
| | | [২.৫] নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের নিকট হতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ | [২.৫.১] নিবন্ধন সনদধারী শিক্ষক প্রার্থীদেও নিকট হতে ই-এপ্লিকেশন সংগ্রহ | সমষ্টি | সংখ্যা | ৪ | | | ১০০০০০ | ৮০০০০ | ৬০০০০ | ৪০০০০ | ২০০০০ | ৩০০০০০ | ৩৫০০০০ |
| | | [২.৬] নিয়োগ সুপারিশের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনসমূহ মেধা এবং পছন্দক্রমের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াজাত কওে নির্বাচিতদেও ফলাফল প্রস্তুতকরণ | [২.৬.১] শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | | | ৫০০০ | ৪০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ১০০০ | ৬০০০ | ৭০০০ |
| | | [২.৭] শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত অংশের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা | [২.৭.১] সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন | সমষ্টি | সংখ্যা | ৫ | | | ৬ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | ৭ | ৮ |
| | | | [২.৭.২] হালনাগাদকৃত ও নতুন প্রণীত সিলেবাস অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | সমষ্টি | দিন | ২ | | | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ | ৫০ | ৪০ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [৩] প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ | ২০ | [৩.১] কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [৩.১.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | সমষ্টি | ঘণ্টা | ৫ | ৫০ | ৪২ | ৪২ | ৩২ | ২২ | ১২ | ০৮ | ৪২ | ৪২ |
| | | | [৩.১.১] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন | সমষ্টি | ঘণ্টা | ৫ | | ১৮ | ১৮ | ১৫ | ১২ | ৯ | ৬ | ১৮ | ১৮ |
| | | [৩.২] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান | [৩.২.১] এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদান | তারিখ | তারিখ | ২ | ২৫.০৬.২১ | | ২০.০৬.২৩ | | | | | ১৮.০৬.২৩ | ১৫.০৬.২৩ |
| | | [৩.৩] ইজিপি বাস্তবায়ন | [৩.৩.১] ইজিপি বাস্তবায়ন | সমষ্টি | % | ২ | | | ৬০ | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২০ | ৬৫ | ৭০ |
| | | [৩.৪] এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন | [৩.৪.১] এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | | | ২ | ১ | | | | ৩ | ৪ |
| | | [৩.৫] এনটিআরসিএ সম্পর্কে গণসচেতনা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে অবহিতকরণ কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন | [৩.৫.১] এনটিআরসিএ সম্পর্কে গণসচেতনা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে অবহিতকরণ কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | | | ৩ | ২ | ১ | | | ৪ | ৫ |

| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১ | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২২-২৩ | | | | | প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪ | প্রক্ষেপন ২০২৪-২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতিমানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | | | | | | | | | | | | | | | |
| [১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রম পুঞ্জিকৃত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | | | | | | | | | |
| | | [১.২] ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.২.১] গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রম পুঞ্জিকৃত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | | | | | | | | | |
| | | [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রম পুঞ্জিকৃত | প্রাপ্ত নম্বর | ৪ | | | | | | | | | |
| | | [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রম পুঞ্জিকৃত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | | | | | | | | | |
| | | [২.৪] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.৪.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রম পুঞ্জিকৃত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | | | | | | | | | |

সাময়িক (Provisional) তথ্য

আমি, চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসাবে চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

২৬-০৬-২০২২

চেয়ারম্যান
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

তারিখ

২৬.০৬.২০২২

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তারিখ

# এপিএ টিমের ছবি

**সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)**

প্রফেসর দীনা পারভীন, উপপরিচালক, কাজী কামরুল আহছান,পরিচালক, মোঃ আবদুর রহমান,পরিচালক, মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) এ এস এম জাকির হোসেন, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব) ও প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক ।

**পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)**

মোঃ লুৎফর রহমান, সহকারী পরিচালক, ফারজানা রসূল, সহকারী পরিচালক, মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী, উপপরিচালক, শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, ফিরোজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক এবং আলাউদ্দীন আহমদ, সহকারী পরিচালক।

**এপিএ ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এর তথ্য:**

জনাব মো: শাহীন আলম চৌধুরী
উপপরিচালক
শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান

জনাব ফারজানা রসুল
সহকারী পরিচালক
শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান

**এনটিআরসিএ-র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য:**

১. শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি স্বচ্ছ, মানসম্মত ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তকরণ;

২. দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ;

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ;

৪. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

## ১৫. SMART বাংলাদেশ বিনির্মাণে গৃহীত পদক্ষেপ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপস্মার্ (গ) স্মার্ট সোসাইটি (খ) স্মার্ট সিটিজেন (১) টি পিলার যথাক্রমে০৪এ -ট ইকোনমি ও স্মার্ট গ (ঘ)ভর্নমেন্ট অন্তর্ভূক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে ভিশন ২০২১ ঘোষণা করেছিলেন সেটি দেশের সকল পর্যায়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের অবগতির জন্য মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নানা ধরনের প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কর্তৃক লিফলেট প্রণয়ন ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত

কর্মপরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ এর মাঠ পর্যায়ে কোন অফিস নেই। তবে এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, অবহিতকরণ সভা ও কর্মশালায় স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে লিফলেট প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ এর ওয়েবসাইটে স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে ট্যাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।সকল ডিজিটাল-সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউড এর আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডাটা শেয়ার করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.১২.২০১৫ খ্রি: তারিখের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এনটিআরসিএ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ করা হয়। শূন্য পদের চাহিদার ডাটাসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,বাংলাদেশ শিক্ষাতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সাথে নিয়মিত শেয়ার করা হচ্ছে।

**স্মার্ট বাংলাদেশ ও এনটিআরসিএ:**

স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ এর ০৪টি পিলারের মধ্যে অন্যতম পিলার স্মার্ট সিটিজেন গড়তে হলে দেশে বিজ্ঞানসম্মত উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন আব্যশক। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত শিক্ষক প্রয়োজন। এনটিআরসিএ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর আওতায় সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদে শিক্ষক নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮৫জন শিক্ষককে অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ৪০১, বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ গ্রদান করা ভিত্তিতে নির্বাচন করে জন শিক্ষককে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের জন্য ৪৩৮,৩২হয়েছে। ইতোমধ্যে আরো নির্বাচন করা হয়েছে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত এ সকল শিক্ষক ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

এ ছাড়া এনটিআরসিএ কর্তক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণসেমিনার ও অবহিতকরণ সভা ও কর্মশালায় , স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ সম্পর্কে কর্মকর্তাকর্মাচারী ও অংশীজনদের অবহিত করা হচ্ছে। , র সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউড এর আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে -রসিএএনটিআ সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূনপদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্যপদের তালিকা গ্রহণ করা হয়। শূন্যপদের চাহিদার ডাটাসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকারিগরি শিক্ষা অধিদপ্ ,তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইসের সাথে নিয়মিত শেয়ার করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সময় উপযোগী শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এনটিআরসিএ নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস সমূহ হালনাগাদ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধা সম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনটিআরসিএ বদ্ধ পরিকর।

## ১৬. জনসেবার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম :

জনসেবার মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কার্যালয়ের হেল্প ডেক্স এর পার্শ্বে সিটিজেনস চার্টার বিল বোর্ড আকারে সেবা প্রত্যাশীদের প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে এ কার্যালয়ের মুজিব কর্ণারে সেবা প্রত্যাশীদের বসার ব্যবস্থাসহ পানি পানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এনটিআরসিএ কার্যালয়ের প্রবেশ পথে একটি অভিযোগ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে ।

ওয়েটিং রুম

পানি পানের ব্যবস্থা

সিটিজেনস চার্টার

অভিযোগ বাক্স

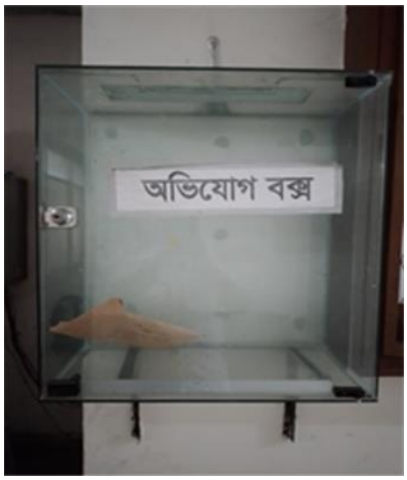

## ১৭. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

এনটিআরসিএ-র সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ-র কার্যক্রম আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রশংসিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসউপলক্ষে ২০২২- অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে তথ্য অধিকার পুরস্কার-২০২২ এ এনটিআরসিএ ১ম স্থান অর্জন করেছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা দূরীকরণ, মেধাবীদের চাকুরি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সেবা প্রত্যাশীদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি হ্রাস, ব্যয় হ্রাস এবং শিক্ষার মান উন্নয়নসহ বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের জন্য এনটিআরসিএ নিরলসভাবে কাজ করছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রতিবেদনে QR কোড সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রে জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে সংশোধিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্রে স্মারক নং এবং ইস্যু তারিখ লিপিবদ্ধ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যয়নপত্র সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে প্রত্যয়নপত্র যাচাই কার্যক্রম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড SMS এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। NTRCA এর তালিকাভুক্ত পরীক্ষক ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের ডাটাবেইজ অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

## ১৮. সুশাসন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ:

শুদ্ধচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এনটিআরসিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে বিভিন্ন কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভা ও কর্মশালায় সিটিজেনস চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন
**জনাব মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী,** উপপরিচালক
**জনাব মোঃ রজব আলী,**
পিএ টু চেয়ারম্যান
**জনাব জাহানুননেছা,**
অফিস সহায়ক

এনটিআরসিএ'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ, তথ্য হালনাগাদকরণ, সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

### ১৯. কর্মপরিবেশ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা, পেশাগত উৎকর্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য অতিথি প্রশিক্ষক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক দিয়ে সফলতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন করা হচ্ছে। কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সুপারিশকরণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্খিত সেবা ও QR কোডযুক্ত সনদ যাচাই প্রতিবেদন ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ই-ফাইলে ৮০% এর উপরে ফাইল নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

কর্মপরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে কোভিড প্রতিরোধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রধান ফটকে স্যানিটাইজার ব্যবহারের স্থির চিত্র।

কর্মপরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে কোভিড প্রতিরোধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাস্ক সরবরাহ এর স্থির চিত্র।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের এর অংশ হিসেবে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী সহকর্মীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন এর ব্যবস্থা এর স্থির চিত্র।

## ২০. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে প্রণোদনা পুরস্কার প্রদান। চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), এনটিআরসিএ। পাশে উপস্থিত রয়েছেন পরিচালক,পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন জনাব তাহসিনুর রহমান, সদস্য পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন জনাব এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন ও সদস্য প্রশাসন ও অর্থ জনাব এ এস এস জাকির হোসেন।

## ২১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, প্রথা নীতির প্রতি আনুগত্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব। সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ আছে। এরই ধারাবাহিকতায় এনটিআরসিএ প্রতি অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে থাকে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' ও ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন:

**নৈতিকতা কমিটি**

| ক্র: নং | পদবি | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ | সভাপতি |
| ২. | সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৩. | সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৪. | সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৫. | পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৬. | সচিব, এনটিআরসিএ | সদস্য-সচিব |

**ওয়ার্কিং গ্রুপ**

| ক্র: নং | পদবি | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | সচিব, এনটিআরসিএ | আহ্বায়ক |
| ২. | উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৩. | উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৪. | উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৫. | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৬. | সহকারী পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান-১), এনটিআরসিএ | সদস্য |

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে 'নৈতিকতা কমিটি'**

**ও**

**ওয়ার্কিং গ্রুপ এর ছবি:**

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল 'নৈতিকতা কমিটি'

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল 'ওয়ার্কিং গ্রুপ '

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এর তথ্য:**

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

জনাব শারমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম:**

## প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা;

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কার্যক্রমে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন, নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

### এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা সরেজমিনে পরিদর্শন:

এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা সরেজমিনে পরিদর্শনের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ-র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সমন্বয় গঠিত দল বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে।

এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা সরেজমিনে পরিদর্শনের অংশ হিসেবে মাদারীপুর সার্কিট হাউসে এনটিআরসিএ'র প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ।

### এনটিআরসিএ কার্যালয়ের কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৪ এর কার্যক্রম হিসেবে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এরটিআরসিএ'র কার্যালয়ের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারিখ নির্ধারণ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিয়মিত অব্যাহত রয়েছে। পরিচ্ছন্ন কর্মীদের নির্ধারিত পোষাক পরিধান করে জীবানু নাশক দিয়ে প্রতিদিন কার্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ নিশ্চিত করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন এর অংশ হিসেবে কার্যালায়ের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্ন কর্মীদ্বয়ের সক্রিয় প্রচেস্টা

### আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকল টেন্ডার কার্যক্রম ই-টেন্ডার প্লাট ফরম ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যাতে করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

### শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম।

শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি এবং অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

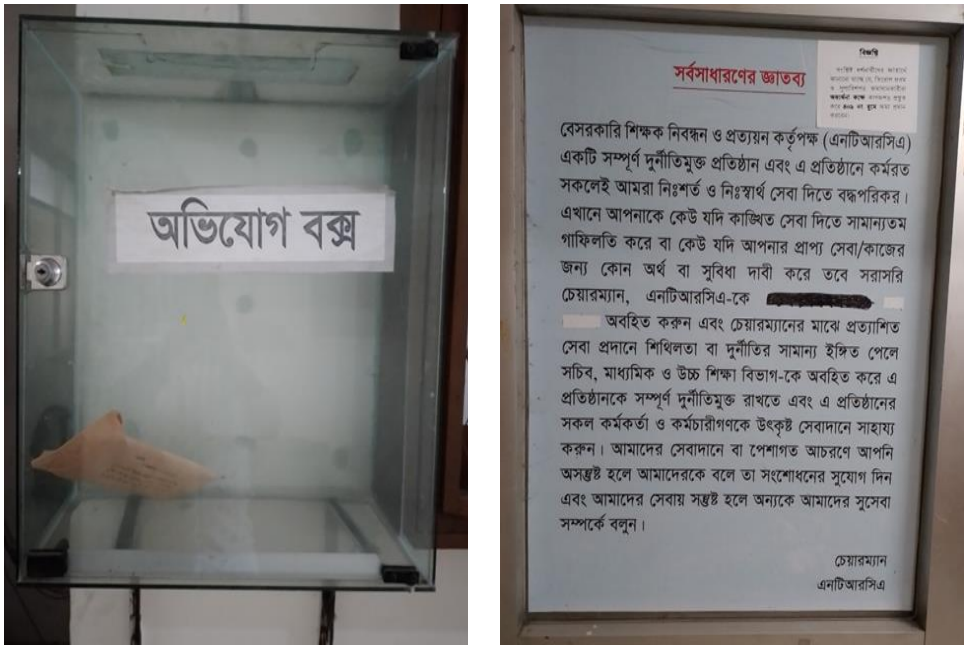


দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে সেবা প্রত্যাশীদের জন্য স্থাপিত অভিযোগ বাক্স ও সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য নোটিশ

## ২২. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা:

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন সংহতকরণে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে, সেবা সহজিকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এর গুরুত্ব স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।।

**ইনোভেশন টিম :**

| ক্র: নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবি | টিমে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | জনাব কাজী কামরুল আহছান (উপসচিব)<br>পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) | ইনোভেশন অফিসার |
| ২. | জনাব মো: শাহীন আলম চৌধুরী<br>উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) | সদস্য |
| ৩. | জনাব ফিরোজ আহমেদ<br>সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১) | সদস্য সচিব |
| ৪. | জনাব শারমিন সুলতানা<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | সদস্য |
| ৫. | জনাব মো: সাইফুল ইসলাম<br>সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা) | সদস্য |
| ৬. | জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর<br>সহকারী প্রোগ্রামার | সদস্য |

## ইনোভেশন টিমের ছবি:

**ইনোভেশন টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এর তথ্য:**

জনাব ফিরোজ আহমেদ
সহকারী পরিচালক (পমূপ্র-১)

জনাব মো: সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা)

**এনটিআরসিএ'র ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তথ্য :**

১. শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রতিবেদনে QR কোড সংযোজন;

২. শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রের জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে সংশোধিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্রে স্মারক নং এবং ইস্যু তারিখ লিপিবদ্ধকরণ;

৩. প্রতিষ্ঠানের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড SMS এর মাধ্যমে প্রদান;

৪. NTRCA এর তালিকাভুক্ত পরীক্ষক/প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের ডাটাবেইজ অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ;

৫. শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই সহজীকরণ;

৬. এনটিআরসিএ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন;

৭. সনদ সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ;

৮. অনলাইনে সংশোধিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদানের তথ্য অবহিতকরণ;

৯. অনলাইনে দ্বি-নকল (Duplicate) নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদানের তথ্য অবহিতকরণ;

১০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম ডিজিটাইজকৃত;

১১. শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম ডিজিটাইজকরণ।

অত্র প্রতিষ্ঠানের সেবা সহজিকরণ এর অংশ হিসেবে উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার উদ্ভাবন সম্পর্কে অন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কমিটি ডাক ভবন পরিদর্শন করে। জনাব কাজী কামরুল আহছান (উপসচিব), পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) ইনোভেশন অফিসার এর নেতৃত্বে ০৫ সদস্যদের প্রতিনিধি দল বিগত ৮ জুন, ২০২২ তারিখ নগদ অ্যাপসের ব্যবহার ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণসহ তাদের ইনোভেশন দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার উদ্ভাবন সম্পর্কে অন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কমিটি কর্তৃক ডাক ভবন পরিদর্শন করা হয়।

## ২৩. এনটিআরসিএ'র তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা:

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সঠিক তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য সচেতনতা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনটিআরসিএ-এর হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ-র তথ্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী মোট ৩০টি আবেদন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩টি আবেদন পূর্ণাঙ্গ থাকায় তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। অপরদিকে অবশিষ্ট ০৮টি আবেদনে ফিস না থাকায় এবং অপূর্ণাঙ্গ হওয়ায় তাদেরকে তথ্য দেয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি আবেদনকারীগণকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে গত অর্থবছরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালী করার নিমিত্ত এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে পরিকল্পনায় ০৭টি কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

**এনটিআরসিএ'র তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের তথ্য :**

জনাব মো: ওবায়দুর রহমান
সচিব, এনটিআরসিএ

জনাব কাজী কামরুল আহছান
পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)

# তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে অনুষ্ঠিত কর্মশালার স্থির চিত্র

তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ কর্মশালার স্থির চিত্র

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এ অতিথি প্রশিক্ষক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব **জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন** প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

## ২৪. এনটিআরসিএ'র অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,'সকল সময়ে জনগনের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' জনগনের নিকট সরকারি দপ্তরসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকারে ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ সমভূমিকা রাখতে কাজ করে যাচ্ছে।

**এনটিআরসিএ'র অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের তথ্য :**

জনাব তাহসিনুর রহমান
পরিচালক, পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন

জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান
সচিব, এনটিআরসিএ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এ উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

## ২৫. এনটিআরসিএ'র সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা:

**এনটিআরসিএ'র সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের তথ্য :**

প্রফেসর দীনা পারভীন
উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)

জনাব লুৎফর রহমান
সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (সমন্বয় ও আইন)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও কর্মকর্তাবৃন্দ ।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করছেন **জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান** সচিব, এনটিআরসিএ।

Citizen's Charter is considered as an efficient, appropriate, and relevant mode of delivering quality services on the basis of citizen's interests, needs, and aspiration as well as encouraging their participation in the formulation and implementation of policies that are essential to their daily life. In this regard attention is given in keeping the cost of producing services low, timely delivery of services, efficient functioning of complaint system, and establishing close proximity between service producer and citizens.[1]

## ২৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম :

**বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ'র ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের তথ্য :**

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
উপপরিচালক (আইন ও আইসিটি)

জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ
সহকারী পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান-১)

বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ)'র প্রচারের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন আলোচনা সভার সভাপতি জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান।

বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ)'র প্রচারের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত বিএনডি এর প্রতিনিধি **জনাব তানিমুল বারী,** সিনিয়র টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট, বাংলাদেশ কম্পিউটর কাউন্সিল তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করছেন।

## ২৭. সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজিকরণে এনটিআরসিএ-এর কার্যক্রম :

**সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজিকরণে এনটিআরসিএ'র ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের তথ্য :**

জনাব ফয়জার আহমেদ
সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-২)

জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর
সহকারী প্রোগ্রামার-১

সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) **জনাব এ এস এম জাকির হোসেন।**

## ২৮. ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হয়:

**কমিটি**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ | আহ্বায়ক |
| ২. | সচিব, এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৩. | পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৪. | সহকারী পরিচালক (পমূপ্র-১), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৫. | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৬. | সহকারী পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান-১), এনটিআরসিএ | সদস্য |
| ৭. | সিস্টেম এনালিস্ট, এনটিআরসিএ | সদস্য সচিব |

**এনটিআরসিএ'র ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ছবি:**

### ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালার আয়োজন:

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২ সালে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ২৮ মার্চ, ২০২২, ০১ জুন, ২০২২ এবং ২৮ নভেম্বর, ২০২২, ০৩টি অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব, প্রফেসর, তথ্য ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. বি এম মইনুল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আই আই টি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জনাব আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম, ডোমেইন এক্সপার্ট, ফোর আই আর, এটুআই, ঢাকা, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, লিড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ডাইনামিক সলিউশন ইনোভেটর লিঃ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । বর্ণিত কর্মশালায় এনটিআরসিএ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও
প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) এর করণীয় বিষয়ে
অবহিতকরণ কর্মশালা-২০২২
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এনটিআরসিএ'র করণীয়
অবহিতকরণ কর্মশালা-২০২২
প্রধান অতিথি : জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এনটিআরসিএ
সভাপতি : জনাব এ এস এম জাকির হোসেন
সদস্য (যুগ্মসচিব), এনটিআরসিএ
স্থান: সম্মেলন কক্ষ, এনটিআরসিএ • তারিখ: ২৮ মার্চ, ২০২২
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন অতিথি প্রশিক্ষক ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব, প্রফেসর তথ্য ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকতা জনাব ফিরোজ আহমেদ।**

## ২৯. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্যদের অবহিতকরণ বিষয়ক সংযুক্তি কার্যক্রম:

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি দলকে এনটিআরসিএ-তে সংযুক্তিতে পাঠানো হয়। ২০জনের এ দলটি নায়েম এর প্রতিনিধিসহ এ কার্যালয়ে একদিনের অবহিতকরণ কর্মসূচির আওতায় এনটিআরসিএ-এর সৃষ্টি লক্ষ্য,উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিতকরণ

## ৩০. বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক:

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও এনটিআরসি এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

# বাজেট

# এক নজরে বাজেট

## (লক্ষ টাকায়)

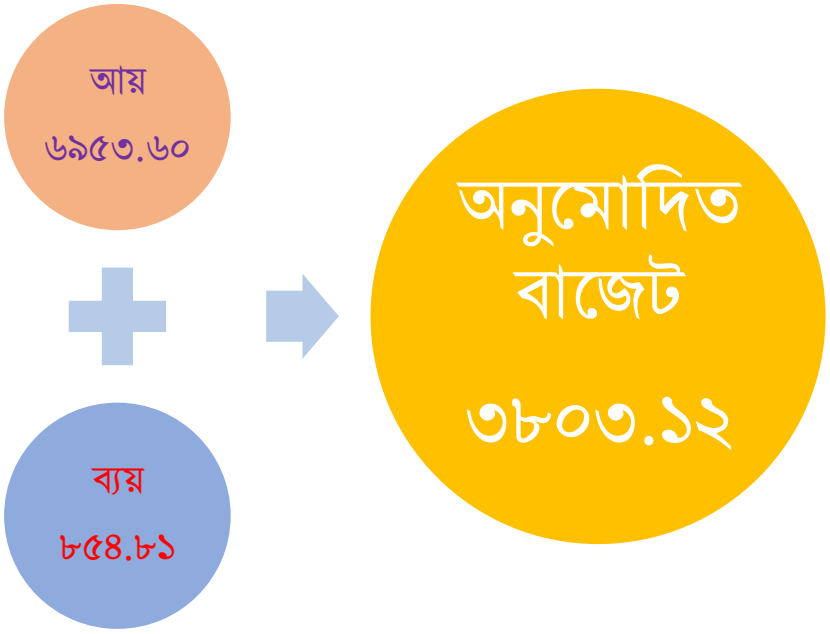

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুমোদিত এবং প্রকৃত আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

*(হিসাব লক্ষ টাকায়)*

| আয় | | | | ব্যয় | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকৃত আয় | অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় |
| ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমাপনী স্থিতি | | ৬,৫৬৪.০৫ | ৬,৫৬৪.০৫ | ৩১১১১০১ | মূল বেতন (অফিসার) | ১৭০.০০ | ১৩৭.০৪ |
| ১৪১১২০৪ | ব্যাংক সুদ | ১০০.০০ | ৯১.৭৫ | ৩১১১২০১ | মূল বেতন (কর্মচারী) | ৯৩.৩৯ | ৬৪.৬০ |
| ১৪২২৩২৬ | পরীক্ষা ফি (e-Application, e-Requsition & etc) | ২,০০০.০০ | ২৯২.৪২ | ৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৫ | ভাতাদি | ২৬৬.৭৩ | ১৮৮.৮৫ |
| ১৪২২৪০২ | দলিল নকল চার্জ | ০.৩০ | ০.৩২ | ৩২১১১০১-৩২৫৮১০৭ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার | ২,৬৮০.০০ | ৩৯৬.৩৪ |
| ১৪২২৩২৮ | দরপত্র দলিল ফি | ০.১০ | ০.১০ | ৩৪২১৫০৬ | গ্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | ৩৫.০০ | ২১.২১ |
| ১৪২৩২০৪ | সরকারি যানবাহন | ০.১০ | ০.০৬ | ৩৭২১১০২ | কল্যাণ অনুদান | ১০০.০০ | - |
| ১৪২৩২২৫ | কাগজ ও স্টেশনারী | ০.০২ | ০.০১ | ৩৫১২১০৩ | গৃহঋণের সুদের ভর্তুকি | ১.৫০ | ০.৬৭ |
| ১৪২৩২২৬ | ব্যবহৃত কাগজ ও স্টেশনারী | ২.০০ | ০ | ৩৭৩১১০১ | আনুতোষিক | - | - |
| ১৪৪১২৯৯ | বিবিধ | ০.৫০ | ৪.৮৯ | ৪১১১২০১-৪১১৩৩০১ | মূলধন ব্যয় | ৪৫৬.৫০ | ৩২.৩১ |
| আয়/প্রাপ্তি | | ২,১০৩.০২ | ৩৮৯.৫৫ | ৪১৪১১০১ | ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় | - | - |
| | | - | - | ৭২১৫১০১-৭২১৫১০৫ | আর্থিক সম্পদ | - | - |
| | | - | - | | মোট ব্যয় (পরিচালন) | ৩,৮০৩.১২ | ৮৪১.০২ |

# রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন

# জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মাননীয় উপমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় **জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি** মহোদয়ের সাথে দন্ডায়মান মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান ২০২২।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খানসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

# জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমান-এঁর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খানসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমান-এঁর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমান-এঁর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খানসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে পুষ্পস্তবক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব **জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি,** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর সচিব জনাব **মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক**, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব **জনাব মোঃ কামাল হোসেন** এর সাথে এনটিআরসিএ-র চেয়ারম্যান।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও  জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমান-এঁর ঐহিতাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত এনটিআরসিএ-র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

# শেখ রাসেল দিবস

মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডা. দীপু মনি, এম.পি. মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. সচিব, মাধমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক এবং চেয়ারম্যান জনাব মো: এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এনটিআরসিএ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন চেয়ারম্যান জনাব মো: এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এনটিআরসিএ-সহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে দোয়া অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করছেন সবজি বাগান জামে মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম। দোয়ায় অংশগ্রহণ করছেন এনটিআরসিএ-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে এনটিআরসিএ-সহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় "শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দূরন্ত প্রানবন্ত নির্ভিক" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালক জনাব তাহসিনুর রহমান।

# এনটিআরসিএ সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট

দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
নগর সংস্করণ
শনিবার ৮ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ২২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩২৪ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, w

ব্যাস, তাতেই অনলাইনে মিমের বন্যা। কটাক্ষের ছড়াছড়ি। এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে বর্ক্তৃতা দিতে গিয়ে টেলিপ্রম্পটার বিভ্রান্তিতে (৬ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

# নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার শিক্ষক

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** শিক্ষক পদে নিয়োগে প্রাথমিক সুপারিশ দেয়ার সাত মাস পর চূড়ান্ত সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থী। শুক্রবার দুপুরে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস (১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## নিয়োগের চূড়ান্ত

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

যোগে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভি আর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীর চর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় মোট ৪ হাজার ২১০ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে

উচ্চারণ বিভ্রাটে...
স্রেফ উচ্চারণ বিভ্রাট। তাতেই কটাক্ষের বন্যা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচ্চারণ বিভ্রাটে 'বেটি পড়াও' শুনে মনে হচ্ছে 'বেটি পটাও'। ব্যাস, তাতেই অনলাইনে মিমের বন্যা। কটাক্ষের ছড়াছড়ি। এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে টেলিপ্রম্পটার বিভ্রান্তিতে
(৬ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক
জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
নগর সংস্করণ

শনিবার ৮ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ২২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩২৪ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, w

সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি নামক সেবা বক্সে দেখা যাবে।

গতবছরের ৩০ মার্চ তৃতীয় ধাপে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫৪ হাজার ৩০৪ জন শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৫৪ হাজার ৩০৪টি শূন্যপদের মধ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ৩১ হাজার ১০১টি পদ রয়েছে। এরমধ্যে এমপিওভুক্ত পদ ২৬ হাজার ৮৩৮টি। আর মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ ২০ হাজার ৯৯৬টি। এরমধ্যে ১৯ হাজার ১৫৪টি এমপিওভুক্ত। আর ২ হাজার ২০৭টি এমপিও পদ রিট মামলায় অংশ নেয়াদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

৫১ হাজার ৭৬১টি পদে সুপারিশ করার কথা থাকলেও গতবছরের ১৫ জুলাই সুপারিশ করা হয়েছে ৩৮ হাজার ২৮৬ জন প্রার্থী নিয়োগে। তাদের মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩৪ হাজার ৬১০ জন এবং ননএমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে তিন হাজার ৬৭৬ জন। আর ৮ হাজার ৪৪৮টি পদে কোন আবেদন না পাওয়ায় এবং ৬ হাজার ৭৭৭টি নারী কোটায় প্রার্থী না পাওয়ায় ১৫ হাজার ৩২৫টি পদে ফল দেয়নি এনটিআরসি।

যেসব প্রার্থী ভি রোল ফরম প্রেরণ করেননি তাদের আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে জমা দেয়ার অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল করা হবে। সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন http://103.230.104.210:8088/ntrca/c3/app/getres.html

শনিবার

# কালের কণ্ঠ

ঢাকা । ২২ জানুয়ারি ২০২২ । ৮ মাঘ ১৪২৮ । ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ । বর্ষ ১৩ । সংখ্যা ১৩

## চূড়ান্ত সুপারিশপত্র পেলেন ৩৪ হাজার শিক্ষক

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▷**

বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশপত্র দিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এরই মধ্যে প্রার্থীদের খুদে বার্তা দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

প্রার্থীরা নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে তাঁদের সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। গতকাল শুক্রবার এনটিআরসিএর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জানা যায়, বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিক সুপারিশ করেছিল এনটিআরসিএ। এরই মধ্যে চার হাজার ২১০ জন প্রার্থী সুপারিশ পাননি। এঁদের চার হাজার ১৯৮ জন পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি। আর ৯ জনের প্রতিষ্ঠান সরকারি হয়েছে এবং তিনজন নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করার বিধি অনুযায়ী তাঁদের চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়নি। তাই ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

এনটিআরসিএ আরো জানিয়েছে, যেসব প্রার্থী পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি তাঁদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা পূরণ করে সরকারি বা ডাকযোগে এনটিআরসিএ অফিসে পাঠাতে হবে।

২০২১ সালের ৩০ মার্চ শিক্ষক নিয়োগের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর আবেদন গ্রহণ করে ১৫ জুলাই প্রাথমিক সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফল ঘোষণা করা হয়। ফল ঘোষণার প্রায় ছয় মাসেও যোগদান সম্পন্ন হয়নি। বর্তমানে তাঁদের পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান। এসব প্রার্থী বারবার তাঁদের দ্রুত যোগদান করানোর দাবি জানাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান থাকা অবস্থায় তাঁদের সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার | বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩০২ ■ ঢাকা ■ ৮ মাঘ ১৪২৮ ■ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা ■ দ্বিতীয় সংস্করণ | ২২ জানুয়ারি ২০২২

WALTON Television

# ৩৪ হাজার ৭৩ শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশপত্র দিল এনটিআরসিএ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থী নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়। প্রার্থীদের মোবাইলে মেসেজ দিয়ে ইতোমধ্যে চূড়ান্ত সুপারিশের বিষয়টি জানিয়েছে এনটিআরসিএ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভিআর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০ নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীর চর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
• সংখ্যা ২২৬ • বছর ১৬ • রেজি: নং-১২৯৩ ঢাকা শনিবার, জানুয়ারি ২২, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ : মাঘ ৮, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ : ১৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৩ হিজরি

# ৩৪ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ চূড়ান্ত

■ যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষক পদে নিয়োগে প্রাথমিক সুপারিশ দেওয়ার সাত মাস পর চূড়ান্ত সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থী। তাদের নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ শুক্রবার দুপুরে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। পরবর্তীতে এসএমএস দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এনটিআরসিএ'র সচিব মো. ওবাইদুর রহমান।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) ফৌজিয়া জাফরীন গণমাধ্যমকে জানান, এখন থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের পাশাপাশি প্রাথমিক সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগের পর তার বিরুদ্ধে পুলিশ ভেরিফিকেশনে আপত্তিকর কিছু এলে নিয়োগ বাতিল হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে এনটিআরসিএকে বলা হয়েছে।

গত বছরের ৩০ মার্চ তৃতীয় ধাপে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫৪ হাজার ৩০৪ জন শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ।

নতুন ধারার দৈনিক
www.facebook.com/amadersomoy https://twitter.com/amadershomoy www.dainikamadershomoy.com
আমাদের সময়
নগর সংস্করণ
ঘটাংঘট ৯
তিমনের আদুর কলম
শনিবার ঢাকা, ২২ জানুয়ারি ২০২২, ৮ মাঘ ১৪২৮, ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৮৩
১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

# চূড়ান্ত সুপারিশপত্র পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ শিক্ষক

**নিজস্ব প্রতিবেদক ●**

নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশপত্র পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন শিক্ষক। পুলিশ ভেরিফিকেশন (পুলিশি যাচাই) চলা অবস্থায় ৩৮ হাজার ২৮৩ প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ হাজার ৭৩ জনের বিষয়ে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। গতকাল শুক্রবার দুপুরে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩৮ হাজার ২৮৩ প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

## চূড়ান্ত সুপারিশপত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএসযোগে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভিআর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় মোট ৪ হাজার ২১০ প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি নামক সেবা বক্সে দেখা যাবে।

যেসব প্রার্থী ভি রোল ফরম প্রেরণ করেননি তাদের আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল করা হবে।

http://103.230.104.210:8088/ntrca/c3/app/getres.html >> এই লিংকে ক্লিক করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

নতুন ধারার দৈনিক
www.facebook.com/amadersomoy https://twitter.com/amadershomoy www.dainikamadershomoy.com
আমাদের সময়
নগর সংস্করণ
সোমবার ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ২০২২, ১০ মাঘ ১৪২৮, ২০ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৪৩ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

# ৩৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ●**

বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে নিয়োগে প্রাথমিক সুপারিশ পাওয়া ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীর সুপারিশপত্র প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ইতোমধ্যে প্রার্থীদের এসএমএস দিয়ে সুপারিশের বিষয়টি জানানো হয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় এই ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

## ৩৪ হাজার শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সুপারিশ করা হলো। এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রার্থীরা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে তাদের সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসব প্রার্থী পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি, তাদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা পূরণ করে সরকারি বা ডাকযোগে এনটিআরসিএ অফিসে পাঠাতে হবে।

জানা গেছে, ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিক সুপারিশ করেছিল এনটিআরসিএ। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১০ জন প্রার্থী সুপারিশ পাননি। এদের ৪ হাজার ১৯৮ জন পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি। আর ৯ জনের প্রতিষ্ঠান সরকারি হয়েছে এবং নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করা তিনজন বিধিভঙ্গ করেন।

০১ মার্চ ২০২২
আমাদের বার্তা

## শিক্ষক নিয়োগ

# ভিআর ফরম পরে পাঠিয়ে সুপারিশপত্র পেলেন ১১৬ প্রার্থী

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রাথমিক সুপারিশ পেলেও নির্ধারিত সময়ে পুলিশ ভেরিফিকেশনের (ভিআর) ফরম না পাঠানোয় চূড়ান্ত নিয়োগ সুপারশ পাননি ৪ হাজার ১৯৮ জন প্রার্থী। পরে ভিআর ফরম পাঠানোর সুযোগ দেয়া হলে তাদের মধ্য থেকে ১৬৬ জন প্রার্থী ফরম এনটিআরসিএতে পাঠিয়েছিলেন। এ ১৬৬ জন প্রার্থীর সুপারিশপত্র প্রকাশ করেছে এনটিআরসিএ। তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে।

গতকাল সোমবার এনটিআরসিএ থেকে বিষয়টি জানিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এনটিআরসিএ বলছে, ৩য় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় গতবছর ১৫ ও ১৬ জুলাই ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪ হাজার ১৯৮ জন প্রার্থী ভিআর ফরম না পাঠানোয় তাদেরকে গত ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভিআর ফরম এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ১১৬ জন প্রার্থীর ভি আর ফরম এনটিআরসিএ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

এনটিআরসিএ আরও বলছে, ১১৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস যোগে জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের এনটিআরসিএ ওয়েবসইটে প্রবেশ করে স্ব স্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করতে বলা হয়েছে।

সময়ের আলো
০২ মার্চ ২০২২

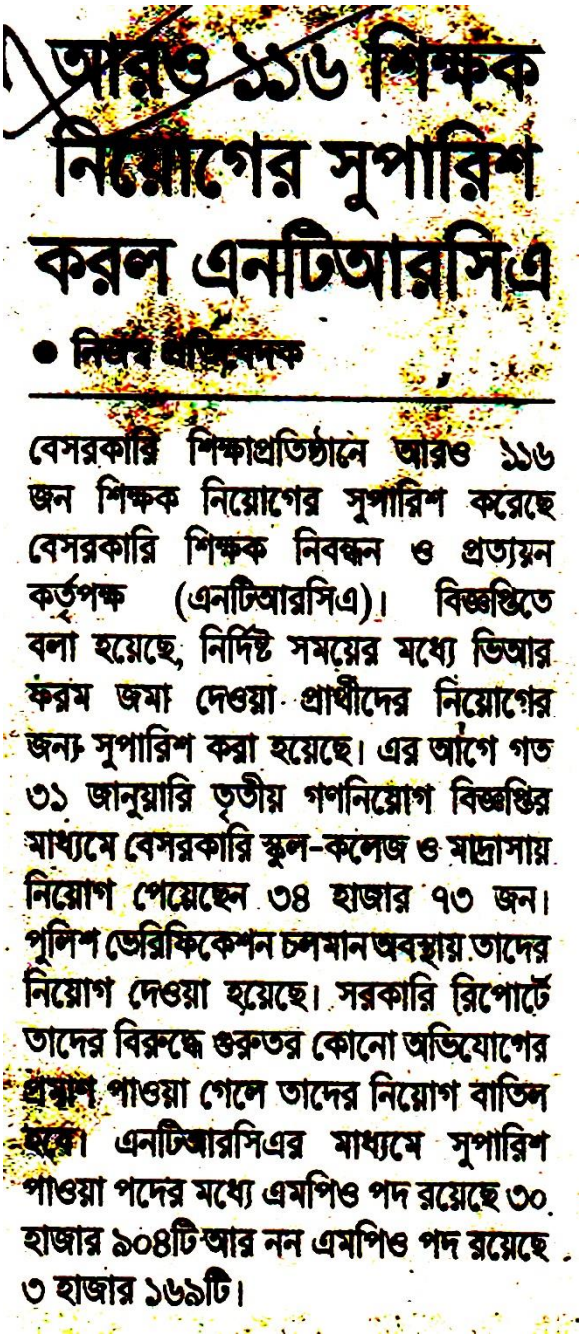

# আরও ১১৬ শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করল এনটিআরসিএ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরও ১১৬ জন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিআর ফরম জমা দেওয়া প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি তৃতীয় গণনিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ পেয়েছেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন। পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারি রিপোর্টে তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের নিয়োগ বাতিল হবে। এনটিআরসিএর মাধ্যমে সুপারিশ পাওয়া পদের মধ্যে এমপিও পদ রয়েছে ৩০ হাজার ৯০৪টি আর নন এমপিও পদ রয়েছে ৩ হাজার ১৬৯টি।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

# যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

ঢাকা ২২ ডিসেম্বর ২০২২ | ৭ পৌষ ১৪২৯ | ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৩ | সংখ্যা ৩১৪ | বৃহস্পতিবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

খেলা | ম্যারাডোনাও আছেন মেসির হৃদয়ে

দশদিগন্ত | মানুষ মরলে দোষ সরকারের

facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor

সম্পাদকীয় | রাষ্ট্র মেরামতের কর্মসূচি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

## ৬৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে

যুগান্তর প্রতিবেদন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ৬৮ হাজার ৫৯০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। প্রার্থীদের ২৯ ডিসেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, ৬৮ হাজার ৫৯০টি শূন্য পদের মধ্যে স্কুল-কলেজে পর্যায়ে ৩১ হাজার ৫০৮ জন এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার ৮৮২ শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। বিষয় ও পদভিত্তিক তালিকা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট (www.ntrca.gov.bd) এবং টেলিটক বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে (ngi.teletalk.com.bd) আছে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় প্রকাশ করা হবে। সেই দিন থেকে আবেদনও করা যাবে।

এনটিআরসিএ সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষায়ন) এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শূন্য-প্রবেশ পদে শিক্ষক হতে আগ্রহী নিবন্ধনধারী প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এতে কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করা আছে। এগুলোর মধ্যে আছে— সংশ্লিষ্ট বিষয়, পদ ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী নিবন্ধনধারী হতে হবে; এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রকাশিত সম্মিলিত মেধাতালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে;

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

## ৬৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দেখতে এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটের 'চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি' নামক সেবা বক্সে ক্লিক করতে হবে।

প্রসঙ্গত, এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ২০২০ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ৩৫ বছর বা তার কম হতে হবে। প্রত্যেক আবেদনকারী নিবন্ধন সনদ অনুযায়ী একই পর্যায়ে (স্কুল/কলেজ) একটি মাত্র আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন প্রার্থী শূন্য পদের তালিকা থেকে তার আবেদনে সর্বোচ্চ ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পছন্দ দিতে পারবেন। পছন্দ দেওয়ার পর কোনো প্রার্থী যদি তার পছন্দবহির্ভূত যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাকে e-Application ফরমে প্রদর্শিত Other Option নামক বক্সে Yes Click করতে হবে। যদি ইচ্ছুক না হন তবে No Click করতে হবে।

দৈনিক
# আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো

দৈনিক শিক্ষাডটকম
dainikshiksha.com

দ্ধের কারণে যে
খর আড়ালে
৭

উন্মুক্ত হলো নিলয়-হিমির
'বেশরম'
বিনোদন ৬

শারমিনের দুর্দান্ত ইনিংসেও
বাংলাদেশের পরাজয়
খেলা ৬

মার্চ ২০২২ । ১৬ ফাল্গুন ১৪২৮ । ২৬ রজব ১৪৪৩ । পৃষ্ঠা ৮। মূল্য: ৫ টাকা

www.amader-barta.com /amaderbartainfodesk

শিক্ষক নিয়োগ

## ভিআর ফরম পরে পাঠিয়ে সুপারিশপত্র পেলেন ১১৬ প্রার্থী

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রাথমিক সুপারিশ পেলেও নির্ধারিত সময়ে পুলিশ ভেরিফিকেশনের (ভিআর) ফরম না পাঠানোয় চূড়ান্ত নিয়োগ সুপারিশ পাননি ৪ হাজার ১৯৮ জন প্রার্থী। পরে ভিআর ফরম পাঠানোর সুযোগ দেয়া হলে তাদের মধ্য থেকে ১৬৬ জন প্রার্থী ফরম এনটিআরসিএতে পাঠিয়েছিলেন। এ ১৬৬ জন প্রার্থীর সুপারিশপত্র প্রকাশ করেছে এনটিআরসিএ। তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে।

গতকাল সোমবার এনটিআরসিএ থেকে বিষয়টি জানিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এনটিআরসিএ বলছে, ৩য় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় গতবছর ১৫ ও ১৬ জুলাই ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪ হাজার ১৯৮ জন প্রার্থী ভিআর ফরম না পাঠানোয় তাদেরকে গত ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভিআর ফরম এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ১১৬ জন প্রার্থীর ভি আর ফরম এনটিআরসিএ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

এনটিআরসিএ আরও বলছে, ১১৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস যোগে জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের এনটিআরসিএ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে স্ব স্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করতে বলা হয়েছে।

dainikshiksha.com
এক ক্লিকেই শিক্ষার সব খবর
দৈনিক শিক্ষা
dainikshiksha.com

দৈনিক
# আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো

টাকা

বৃহস্পতিবার
২২ ডিসেম্বর ২০২২
৭ পৌষ ১৪২৯
২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪
www.amaderbarta.net
https://epaper.amaderbarta.
/amaderbarta.net

## ৬৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগে আবেদন শুরু ২৯ ডিসেম্বর

■ আমাদের বার্তা প্রতিবেদক

এমপিওভুক্ত ৬৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগে চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এ ধাপে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৮ হাজার ৩৯০টি এমপিওভুক্ত বা প্যাটার্নভুক্ত এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর বেলা ১২টা থেকে অনলাইনে শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু হবে। গতকাল বুধবার রাতে এ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

জানা গেছে, গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ৬৮ হাজার ৩৯০টি পদের মধ্যে বিভিন্ন এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের ৩১ হাজার ৫০৮টি পদ এবং মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার ৮৮২টি পদ রয়েছে। ১ হাজার টাকা ফি দিয়ে একটি মাত্র আবেদনে ৪০টি প্রতিষ্ঠান পছন্দ দিতে পারবেন প্রার্থীরা। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ যেসব প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছর বা তার কম তারা শিক্ষক নিয়োগে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

গণবিজ্ঞপ্তিতে এনটিআরসিএ জানিয়েছে, ৬৮ হাজার ৩৯০টি শিক্ষক শূন্যপদের তালিকা এনটিআরসিএর (www.ntrca.gov.bd) এবং টেলিটকের ওয়েবসাইটে (http://ngi.teletalk.com.bd) ২৯ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় প্রকাশ করা হবে। এ সময়ের পর থেকে আবেদন করা যাবে। বিষয় পদ ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী নিবন্ধনধারীরা শিক্ষক নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পূর্ণাঙ্গ গণবিজ্ঞপ্তি দেখুন পাতা ৭-এ

আবেদনের যোগ্যতা : আবেদনকারীর যোগ্যতা নিয়ে গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়, পদ ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী নিবন্ধনধারী হতে হবে, এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রকাশিত সম্মিলিত মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দেখার জন্য এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটের 'চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি' নামের সেবা বক্সে ক্লিক করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি

২-এর পাতায় দেখুন

## কম শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ

■ আমাদের বার্তা প্রতিবেদক

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব শূন্যপদের বিপরীতে কাম্য শিক্ষার্থী নেই সেসব পদে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হচ্ছে। এ সব পদে ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ করা যাবে না বলে শর্ত আরোপ করে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। আর তাই শিক্ষক নিয়োগের আবেদনে প্রতিষ্ঠান পছন্দের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এ শর্তটি আরোপ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে এনটিআরসিএকে বলেছিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল বুধবার রাতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৮ হাজার ৩৯০টি শিক্ষক শূন্যপদের নিয়োগের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। আগামী ২৯ ডিসেম্বর বেলা ১২টা থেকে অনলাইনে শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু হবে। ১ হাজার টাকা ফি দিয়ে একটি মাত্র আবেদনে ৪০টি প্রতিষ্ঠান পছন্দ দিতে পারবেন

২-এর পাতায় দেখুন

## নন‌এমপিও সুপারিশধারীদের এমপিওভুক্তির সুযোগ

■ আমাদের বার্তা প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশ নিয়ে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্যাটার্নভুক্ত পদে ননএমপিও সুপারিশ পাওয়া শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন। একইসঙ্গে ননএমপিও প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে বা ননএমপিও স্তর নতুন করে এমপিওভুক্ত হলে ননএমপিও সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এনটিআরসিএর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক নিয়োগ চক্রে এ সুযোগ দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা এ পরিপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

বিভাগের উপসচিব মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়েছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবল প্যাটার্নভুক্ত পদের ননএমপিও সুপারিশকৃত শিক্ষকরা বিধি মোতাবেক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। তবে কোনোভাবে ননএমপিও সুপারিশ পাওয়া

২-এর পাতায় দেখুন

the
# daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com

Dhaka | December 22, 2022 | Poush 7, 1429 BS | Jamadiul Awal 27, 1444 Hijri | THURSDAY | Vol 11 | No. 343 | Regd. No. DA6132 | 16 Pages | Price Tk 10

## 70,000 teachers to be recruited for private institutions

**Staff Correspondent**

Some 70,000 more teachers for the private secondary schools and colleges and madrasa's are likely to be recruited across the country soon. Of them, 32,500 teachers for schools and colleges, 36,562 teachers for madrasas and 1,102 teachers for technical academies would be recruited.

To recruit the teachers, the Education Ministry on Wednesday issued a mass-notice. Ministry's Deputy Secretary Mizanur Rahman signed the notice on behalf of the ministry.

According to the notice, responding to the request of the Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (NTRCA) under the Secondary and Higher Education Division, the ministry gave its permission for recruiting the teachers on Tuesday (December 20).

It's the fourth mass-notice of the NTRCA for filling the vacancies of teachers. The NTRCA will recommend the government for recruitment of the teachers after selecting qualified

SEE PAGE 2 COL 4

### 70,000 teachers

FROM PAGE 1

teachers following its procedures.

The notice said that the aspiring candidates would be allowed to submit applications from December 29. The candidates must be below 35 on March 25, 2000. A candidate can apply choosing highest 40 schools, colleges or madrasas at a time for recruitment.

According to the conditions of the notice, the educational institutions would not be allowed to recruit any teachers against the vacant positions where adequate number of students are not available. The authorities have been asked to verify the numbers of students against the positions within two weeks after the notice.

মাসিক সমন্বয় সভা
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মাসিক সমন্বয় সভা
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মাসিক সমন্বয় সভা

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি. এর সাথে ভার্চুয়াল সভায় এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠান।

## কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সেবা প্রত্যাশীদের স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়া সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকের শূন্যপদে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষককে সুপারিশকরণ;
- এনটিআরসিএ-র কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা, সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন;
- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ;
- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ী করণ, শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করণ;
- এনটিআরসিএ-র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ-র সাংগঠনিক কাঠামো এবং টিওএন্ডই সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ-র বিদ্যমান আইন, বিধি ও প্রবিধান প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন;
- এনটিআরসিএ'র স্থায়ী অফিস স্থাপন।

## উপসংহার

স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ এর ০৪টি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ স্মার্ট সিটিজেন গড়তে হলে দেশে বিজ্ঞানসম্মত উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন আবশ্যক। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত শিক্ষক প্রয়োজন। এনটিআরসিএ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর আওতায় সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদে শিক্ষক নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮৫জন শিক্ষককে অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন ৪০১, করে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ গ্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরোও ৩২জন শিক্ষককে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের জন্য নির্বাচন করা ৪৩৮, হয়েছে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত এ সকল শিক্ষক ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সেবা প্রত্যাশিদের কাছে এ দপ্তরের জবাবদিহিতা, সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এনটিআরসিএ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

# বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

বি.জি.প্রেস ২০২৩-২৪/২৩৪৯(কমঃসি-৪)—৩০০ বই, ২০২৩।